# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০২১-২০২২

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

প্রকাশকাল
১২ অক্টোবর ২০২২

প্রকাশনায়
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

নির্দেশনায়

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন
ড. শাহ আলম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

সম্পাদনা পরিষদ

| | |
|---|---|
| সৈয়দ মেহদী হাসান, যুগ্মসচিব | আহবায়ক |
| মোহাম্মদ শাহীন, যুগ্মসচিব | সদস্য |
| খাদিজা নাজনীন, যুগ্মসচিব | সদস্য |
| শবনম মুস্তারী রিক্তা, উপসচিব | সদস্য |
| জাহান আরা, উপসচিব | সদস্য |
| মো: মাসুদুল হক ভূইয়া, সিস্টেম এনালিস্ট | সদস্য |
| এস.এম. গোলাম কিবরিয়া, সিনিয়র সহকারী সচিব | সদস্য |
| মোহাম্মদ জাকির হোসেন, জনসংযোগ কর্মকর্তা | সদস্য |
| শম্পা কুন্ডু, সিনিয়র সহকারী সচিব | সদস্য সচিব |

নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি
মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

একটি বৈষম্যহীন, সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। দেশের অসহায় ও দুস্থ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলস্রোতে আনতে এ মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য মাসিক ভাতা চালু করেন। বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, হিজড়া ও বেদে জনগোষ্ঠীসহ এক কোটির অধিক সুবিধাভোগী ভাতা পাচ্ছেন। বিভিন্ন প্রকার ভাতার পাশাপাশি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১২টি উপজেলা ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৫০টি উপজেলাকে শতভাগ বয়স্ক ও বিধবা ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। জিটুপি পদ্ধতিতে সকল ভাতাভোগী মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অনলাইনে ভাতা পাচ্ছেন। অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। ডিজিটাল উপায়ে নির্বিঘ্নে সেবা প্রদান করতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর ও সংস্থাকে শতভাগ ডিজিটাল করার কাজ চলমান রয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশে পরিণত হবে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত সকল কর্মসূচির একটি চিত্র ফুটে উঠবে এবং সেবা গ্রহীতাগণসহ আগ্রহী পাঠকগণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবে। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

**(নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি)**

মো: আশরাফ আলী খান খসরু এমপি
প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছরের ন্যায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রকাশনার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল কর্মসূচির একটি চিত্র প্রকশিত হবে যার মাধ্যমে পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহীতাগণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বৈষম্যহীন সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিশেষ অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সূচনা করেছিলেন। পর্যায়ক্রমে দেশের অবহেলিত, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কার্যক্রম শুরু করে বর্তমানে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির  উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসূচি এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দক্ষতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এক কোটির অধিক জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন ধরনের ভাতা ও সেবা পেয়ে থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্পের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতে আনয়নের নিমিত্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন পুনর্বাসন কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম, নিবন্ধিত বেসরকারি সংস্থা ও দুস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিপালন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশের প্রতিটি অঞ্চল ডিজিটাল সুবিধার আওতায় এসেছে। তথ্য প্রযুক্তি ও আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে জিটুপি পদ্ধতিতে সকল প্রকার ভাতাভোগী এখন ঘরে বসে ভাতা পাচ্ছেন। সকল সেবাকে একটি প্লাটফর্মে আনার জন্য ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশনের কাজ চলমান রয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিসমূহর সফল বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় অঙ্গীকারাবদ্ধ ।

চমৎকার এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মো: আশরাফ আলী খান খসরু এমপি

মো: জাহাঙ্গীর আলম
সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## মুখবন্ধ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের দুস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর, অসহায় ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার, সুরক্ষা, উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন বা লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ গঠন করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবন প্রস্তুত করার মিশন বা অভিলক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় ব্যাপকভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

রূপকল্প-২০৪১ পূরণের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দেশের প্রচলিত আইন, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জনগণকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়রে অধীনে একটি অধিদপ্তর এবং ছয়টি সংস্থা রয়েছে। দপ্তর ও সংস্থাসমূহ হচ্ছে- সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, সমাজের অনগ্রসর ও দুর্বল অংশের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক ও মানবীয় বিকাশে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এসকল দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচলনা করছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার শুরুতে মাত্র তিন/চারটি কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও আজ অর্ধশতাধিক কার্যক্রম অত্যন্ত সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনদরদী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে চার মেয়াদের শাসনামলে তাঁর মানবদরদী ও বিচক্ষণ দিকনির্দেশনায় দেশের সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে এসেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এ মন্ত্রণালয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে নিরলসভাবে কাজে করে যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা বষ্টেনীর আওতায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এককোটির অধিক ব্যক্তিকে নিয়মিত সেবা প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে দেশের দুস্থ, দরিদ্র, অসহায় শিশু, প্রতিবন্ধী, কিশোর-কিশোরী, স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ও প্রবীণ ব্যক্তিসহ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন ৫৭.০১ লক্ষ জন, বরাদ্দ ৩ হাজার ৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা; বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা পাচ্ছেন ২৪.৭৫ লক্ষ জন, বাজেট ১ হাজার ৪৯৫.৪০ কোটি টাকা; প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছেন ২০.০৮ লক্ষ জন, বাজেট ১

হাজার ৮২০ কোটি টাকা। পাশাপাশি ২০২১-২২ অর্থবছরে এক লক্ষ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আইন প্রণয়ন, ৬৪ জেলায় ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপি সেবা প্রদান, বিভিন্ন জেলায় ডায়াবেটিক ও বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ এই প্রতিবেদনে রয়েছে। এ প্রতিবেদন সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবন গঠনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যতে সেবা দাতা ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে সমন্বয় ও গতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।
প্রতিবেদন প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীদের জন্য রইল শুভ কামনা।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

# সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

পটভূমি:

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের পিছিয়ে পড়া এবং সামাজিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কল্যাণ বিধান এবং ক্ষমতায়ণ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়। কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে এই মন্ত্রণালয় বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদিসহ অর্ধশতাধিক অর্থবহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সমাজে উপস্থিত হতদরিদ্র, বেকার, ভূমিহীন, ভবঘুরে, আশ্রয়হীন, দুঃস্থ নারী, অনাথ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, অসহায় প্রবীণ, দরিদ্র রোগী, শারীরিক-বুদ্ধি-সামাজিক প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক নাগরিকদের লাগসই কল্যাণ ও উন্নয়ন বিধানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গ্রাম-শহর উভয় এলাকায় নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচার, সম্মিলিত দায়িত্ব এবং বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সমুন্নত রেখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের লক্ষভুক্ত ঝুঁকিপুর্ণ নাগরিকদের ন্যায্য ও প্রাপ্য সেবা প্রদানে সদা তৎপর রয়েছে। পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। শুরুর দশকে মাত্র তিন/চারটি কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা করা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আজ অর্ধশতাধিক কার্যক্রম অত্যন্ত সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনদরদী শেখ হাসিনার চার মেয়াদের শাসনামলে তাঁর মানবদরদী ও বিচক্ষণ দিক নির্দেশনায় দেশের এমন সকল সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবা কর্মসূচির আওতায় এসেছে যাদের কথা আগে কেউ চিন্তাই করেনি! তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ পিছিয়ে থাকা নাগরিক এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাপ্য সেবা ও সুবিধা ভোগ করছে। প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ, সুবিধা বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া এবং প্রতিবন্ধী নাগরিকদের জন্যে বিশেষ সেবা ব্যবস্থার আয়োজন করা রাষ্ট্রের অন্যতম পবিত্র সাংবিধানিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশের সংবিধান, প্রচলিত আইন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এছাড়াও এই মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ বা প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত যাবতীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং সমাজকল্যাণ বিষয়ক বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন ও পরিপালনের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৩ সালে কিছু এতিমখানা স্থাপনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে সরকারী সমাজসেবামূলক কাজের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বর্তমানের বাংলাদেশে উদ্ভূত জটিল শরণার্থী সঙ্কট, দেশের অভ্যন্তরে হঠাৎ উপস্থিত বহুমাত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং তা নিরসনে দরকারি অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা জরুরী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, তৎকালীন সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৫১ সালে আগত জাতিসংঘের একটি বিশেষ কমিটির দুই বছর মেয়াদী জরিপ ও গবেষণা ফলাফলের আলোকে দেয়া পরামর্শের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টতায় সরকার ঢাকাতে শুরু করে সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। পেশাগতভাবে প্রশিক্ষিত সমাজকর্মীদেরকে নিয়োজিত করে ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমাজ উন্নয়ন [বর্তমান শহর সমাজসেবা] প্রকল্প চালু করা হয়। দেশে উপস্থিত সামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগসমূহ উৎসাহিত, পুষ্ট ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে একটি সরকারী রেজল্যুশনের মাধ্যমে ১৯৫৬

সালে গঠিত হয় জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। একইভাবে, ১৯৫৮ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম, ১৯৬১ সালে সংশোধনমূলক কার্যক্রম এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রম, ১৯৬৯ সালে স্কুল সমাজকর্ম [১৯৮৩ সালে বিলুপ্ত] চালু করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকান্ডগুলো একটি নিয়মনীতির আওতায় নিয়ে আসার জন্য ১৯৬১ সালে প্রণয়ন করা হয় ‘স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ’। এরপর ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে স্থানান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তর হতে হস্তান্তরিত সরকারি এতিমখানা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে কাঠামোগতভাবে ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে এই মন্ত্রণালয় কার্যক্রম শুরু করে। পাশাপাশি, ১৯৭৩ সালে নতুন এক রেজল্যুশনের মাধ্যমে ‘বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ’ পুনর্গঠন করা হয়। স্বাধীনতাত্তোর কালে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা কার্যকরিভাবে মোকাবেলা এবং সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে উন্নীত করা হয়। এবছরেই হাতে নেয়া হয় যুগান্তকরি ‘পল্লী সমাজসেবা র্কাযক্রম’ যেখানে সর্বপ্রথম চালু করা হয় দেশের ‘ক্ষুদ্র ঋণ’ প্রকল্প। ১৯৭৮ সালে সমাজকল্যণ মন্ত্রণালয় সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠণমূলক বিভাগ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ‘সমাজসেবা অধিদফতর’ নামকরণ করা হয়।

১৯৮৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান এর অর্থায়নে গঠিত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), বাংলাদেশ সরকার ও আবুধাবী ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এর মধ্যে একটি সম্মত কার্যবিবরণী’র ভিত্তিতে গঠিত হয় যা পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য দ্য সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ এর আওতায় ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয় এবং এর সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। ২০০০ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থা হিসেবে ন্যস্ত করা হয়। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে রুপান্তর করার জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৯০ সালে ‘শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট’ গঠন করে। পরবর্তিতে এই ট্রাস্টের কাছে ‘মৈত্রী শিল্প’ কারখানা হস্তান্তর করা হয়। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়ন করে এর আওতায় ২০১৪ সালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়।

এছাড়াও এরমধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল এ্যাক্ট ২০১৮ ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ এবং এতদসংশ্লিষ্ট দুইটি বিধিমালা প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য।

সমাজসেবা অধিদফতর, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশান, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমস্যাগ্রস্থ প্রবীণ ব্যক্তি, অভিভাবকহীন ও দুঃস্থ শিশু, অসহায় দরিদ্র রোগী, আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ব্যক্তি, সামাজিক অনাচার ও পাচারের শিকার শিশু ও নারী, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং লাগসই সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। একই সাথে, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা, পেশাজীবী এবং স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেশের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত এই বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। দেশের নাগরিকগণ এই প্রতিবেদন থেকে মন্ত্রণালয়ের কাজের অর্জন, সাফল্য ও চ্যালেঞ্জগুলো অবলোকন করতে পারবেন এবং কাজের মান ও পরিধি বৃদ্ধির জন্য উপযোগী সুপারিশ প্রদান করতে সক্ষম হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক উন্নয়নে সদা তৎপর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশবাসীর কাছে তার প্রতিটি কর্মসূচির মূল্যায়ন এবং অর্থবহ সুপারিশ প্রত্যাশা করছে। নাগরিক অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নিরিখে এবং কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে আসুন এই অনিন্দ্য সুন্দর বাংলাদেশে আমরা সকলে মিলেমিশে স্বস্তি আর শান্তিতে বসবাস করি।

## ১.১ রূপকল্প (Vision):

উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ

## ১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি সাধন।

## ১.৩ সাংগঠনিক কাঠামো

এ মন্ত্রণালয়ের ৪টি অনুবিভাগ, ৯টি অধিশাখা ও ২০টি শাখা রয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের ৩৮টি, ১০ম গ্রেডের ৩০টি এবং ১১-২০তম গ্রেডের ৬১টিসহ মোট ১২৯টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। অনুমোদিত পদের বিপরীতে ১ জন সচিব, ৪ জন অতিরিক্ত সচিব, ৪ জন যুগ্মসচিব, ৭ জন উপসচিব, ৬ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, ১ জন তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং ১জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদবির কর্মচারী কর্মরত।

## ১.৪ বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত জনবল

৯ম গ্রেড থেকে তদূর্ধ্ব

| ক্রমিক | অনুমোদিত পদের নাম | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | পূরণকৃত/ সংযুক্তিকৃত পদ সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | সচিব | ১ | ১ | - | |
| ২. | অতিরিক্ত সচিব | ১ | ৪ | - | |
| ৩. | অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব | ৪ | ৪ | - | |
| ৪ | যুগ্মসচিব/উপসচিব | ৯ | ৭ | ২ | |
| ৫. | সিস্টেম এনালিস্ট | ১ | ১ | - | |
| ৬. | সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব | ১৮ | ৬ | ১২ | |
| ৭. | প্রোগ্রামার | ১ | ১ | - | |
| ৮. | সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার | ১ | ১ | - | |
| ৯. | সহকারী প্রোগ্রামার | ১ | ১ | - | |
| ১০. | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ১ | ১ | - | |
| | গ্রেড ভিত্তিক(৯ম গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব) মোট জনবল | ৩৮ | ২৪ | ১৪ | |

বি.দ্র. ক) অনুমোদিত পদের সংখ্যা = ৩৮
খ) পূরণকৃত পদের সংখ্যা = ২৪
গ) শূন্য পদের সংখ্যা = ১৪

## ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা

| ক্রমিক | অনুমোদিত পদের নাম | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | পূরণকৃত/সংযুক্তিকৃত পদ সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ১৭ | ৯ | ৮ | |
| ২. | ব্যক্তিগত কর্মকর্তা | ১২ | ৬ | ৪ | |
| ৩. | সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ১ | ১ | - | |
| | মোট | ৩০ | ১৬ | ১ | |

বি.দ্র. ক) অনুমোদিত পদের সংখ্যা = ৩০
খ) পূরণকৃত পদের সংখ্যা = ১৬
গ) শূন্য পদের সংখ্যা = ১৪

## ১১-২০তম গ্রেডের কর্মচারী

| ক্রমিক | অনুমোদিত পদের নাম | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | পূরণকৃত/ সংযুক্তিকৃত পদ সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | সাটমূদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১২ | ৮ | ৪ | |
| ২. | হিসাবরক্ষক | ১ | ১ | - | |
| ৩. | কম্পিউটার অপারেটর | ৪ | ৪ | - | |
| ৪ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মূদ্রাক্ষরিক | ৭ | ৫ | ২ | |
| ৫. | ক্যাশিয়ার | ১ | - | ১ | |
| ৬. | ক্যাশ সরকার | ১ | ১ | - | |
| ৭. | ফটোকপি অপারেটর | ১ | ১ | - | |
| ৮. | ডেসপ্যাচ রাইডার | ১ | ১ | - | |
| ৯. | অফিস সহায়ক | ৩৩ | ২০ | ১৩ | |
| | মোট | ৬১ | ৪১ | ২০ | |

বি.দ্র. ক) অনুমোদিত পদের সংখ্যা = ৬১
খ) পূরণকৃত পদের সংখ্যা = ৪১
গ) শূন্য পদের সংখ্যা = ২০

১.৫ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীন দপ্তর/সংস্থা

ক. সমাজসেবা অধিদফতর
খ. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
গ. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
ঘ. শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট
ঙ. শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
চ. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
ছ. বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল

২.০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলির কার্যতালিকা (Allocation of Busiess)

১. সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতি;
২. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা;
৩. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;
৪. শিশুকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়ে অপরাপর মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সমন্বয়;
৫. বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা ও দুস্থ মহিলা ভাতা
৬. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ এবং শিশু আইন;
৭. সমাজসেবা অধিদপ্তর সম্পর্কিত বিষয়াদি;
৮. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে অনুদান;
৯. ভবঘুরে আইন, ভবঘুরে এবং দুঃস্থ আশ্রয়কেন্দ্র এবং এতিমখানা প্রশাসন;
১০. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
১১. ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী এবং আফটার কেয়ার কার্যক্রম;
১২. প্রবেশন, প্যারোল এবং কারামুক্ত কয়েদীদের আফটার কেয়ার;
১৩. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও চুক্তি;
১৪. জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক জরুরি শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির কল্যাণকার্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা/বৈদেশিক সংস্থা সংক্রান্ত;
১৫. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিয়াজোঁ, এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে সন্ধি এবং অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি;
১৬. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিষয়ে তদন্ত ও পরিসংখ্যান;
১৭. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইন;
১৮. আদালতে গৃহীত ফিস ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ফিস।

## ৩.০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

## ৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগের কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার)/কর্মচারী এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধান/ প্রকল্প পরিচালক/ উপপ্রকল্প পরিচালক/ক্যাডার কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত নথি, যোগদান, ছাড়পত্র ও ছুটি, পিআরএল/পেনশন, পদন্নোতি ইত্যাদি প্রদান এবং সরকারী অগ্রিম গ্রহণসহ প্রশাসনিক আর্থিক কার্যাবলি;

২. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কর্মবন্টন ও অভ্যন্তরিণ বদলি/পদায়ন/নিয়োগ সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৩. মন্ত্রণালয়সহ অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে সরকারী বাসা বরাদ্দ প্রদান;

৪. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের না দাবি সনদ প্রদান করা;

৫. মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামো প্রস্তুত, নির্ধারণ, রাজস্ব/আউটসোর্সিং খাতে পদ সৃজন, অনুমোদন, সংরক্ষণ ও বিলুপ্তকরণ সংক্রান্ত কাযক্রম;

৬. মন্ত্রণালয়সহ অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য সচিবালয় প্রবেশের পাশ ইস্যূ করা;

৭. মন্ত্রণালয়সহ অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ব্যক্তিগত কারণে বিদেশ ভ্রমণ/বহিবাংলাদেশ ছুটির অনুমতি প্রদান;

৮. রাজস্বখাতের আনুষাংগিক খরচের বিষয়াদির প্রশাসনিক ও আর্থিক আদেশ জারি করা;

৯. মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকার অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান;

১০. মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর সংস্থার সকল দপ্তর/সংস্থার যানবাহন ব্যবস্থাপনা করা;

১১. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রদান করা;

১২. সাধারণ সেবা ও প্রটোকল সম্পর্কিত কাজ;

১৩. মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকার ঋণ ও অগ্রিম মঞ্জুরী প্রদান;

১৪. আসবাবপত্র ক্রয়, মেরামত, অকেজো ঘোষিত মালামাল নিস্পত্তিকরণ, রেকর্ডভুক্তকরণ এবং চাহিদাপত্র অনুযায়ী বিতরণ সম্পর্কিত কাজ;

১৫. কম্পিউটার, কম্পিউটারের কালি, ফটোকপিয়ার কালি, ফটোকপিয়ার মেশিন, ইলেকট্রনিক সামগ্রী, আইসিটি সম্পর্কিত বিভিন্ন জিনিষপত্র ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অকেজো ঘোষিত মালামাল নিস্পত্তিকরণ;

১৬. মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত কার্যাবলি;

১৭. বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ভ্রমন ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;

১৮. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ সম্পর্কিত বিষয়াবলি;

১৯. মন্ত্রণালয়ের গ্রহণ ও প্রেরণ সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ;

২০. ওয়েবসাইট ও আইসিটি বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলি

২১. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ মঞ্জুরী প্রদান;

২২. মন্ত্রণালয়ের কক্ষসমূহ খোলা রাখা ও বন্ধ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;

২৩. যাবতীয় স্টেশনারী মালামাল ক্রয় রেকর্ডভুক্তকরণ এবং চাহিদাপত্র অনুযায়ী বিতরণ সম্পর্কিত কার্যাবলি;

২৪. প্রচার ও বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;

২৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও সিম্পোজিয়ামে প্রতিনিধি মনোনয়ন/ প্রেরণ;

২৬. উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, শিক্ষা সফর ইত্যাদিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন;

২৭. মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ ডেক্স খোলা সম্পর্কিত কার্যাবলি;

২৮. জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত বিষয়াদি;

২৯. মাসিক সমন্বয় সভার যাবতীয় বিষয়;

৩০. প্রাধিকার অনুযায়ী সরকারী খরচে দৈনিক সংবাদপত্র সরবরাহ ও বিল পরিশোধ;
৩১. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন সংযোগ, স্থানান্তর ও বিল পরিশোধ সংক্রান্ত;
৩২. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ এবং মাদার অব হিউমিনিটি পদক প্রদান সম্পর্কিত কার্যাবলি;
৩৩. মন্ত্রণালয়ের কাযবন্টন, আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ও প্রশানিক ক্ষমতা অর্পণ সম্পর্কিত কার্যক্রম;
৩৪. সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও মুদ্রণ সম্পর্কিত বিষয়াবলি;
৩৫. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা এবং আনুষাংগিক খরচ তথ্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য;
৩৬. সকল প্রকার ঋণ ও অগ্রিমের বিল প্রস্তুতকরণ;
৩৭. মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে যাবতীয় তথ্যাদি সরবরাহকরণ;
৩৮. কর্মচারীদের অর্জিত ছুটির হিসাব সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
৩৯. কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়াবলি;
৪০. মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মচারীদের সার্ভিস বহি বছরওয়ারী আপডেট করা।

## ৩.২ বাজেট, কাযক্রম ও মুল্যায়ন অনুবিভাগের কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
২. মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;
৩. বাজেট বহির বর্ণনামূলক অংশ ও বাজেট বক্তৃতা প্রস্তুতকরণ;
৪. অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় মন্ত্রণালয় ও দপ্তর-সংস্থার ৩বছর মেয়াদী কর্মসূচি অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ অর্থ ছাড়করণ;
৫. সংশোধিত বাজেট প্রণয়নের সার্বিক কার্যক্রম;
৬. অর্থ উপযোজন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৭. অব্যয়িত অর্থের হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় এবং অর্থ বিভাগ ও সিএও অফিসে প্রেরণ;
৮. কোড বরাদ্দ ও বাজেট সম্মানি সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
৯. মন্ত্রণালয়ের হিসাব শাখার সাথে প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসের সমন্বয় সাধন;
১০. অর্থ বিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
১১. অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা;
১২. বাজেট উপযোজনসহ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
১৩. জনগণের কল্যাণে সরকার কর্তৃক গ্রহীতসামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় কাযক্রম;
১৪. ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
১৫. বয়স্ক ভাতা সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম;
১৬. বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দু;স্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রুতবন্ধী ভাতা,প্রতিবন্ধী শিক্ষাথীদের জন্য উপবৃত্তি এবং অন্যান্য ভাতা সংক্রান্ত;
১৭. হিজড়া জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কার্যাবলি;
১৮. বেসরকারী এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট মঞ্জুরি সম্পরি;
১৯. আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
২০. সমাজসেবা অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা (নতুন পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ পর্যন্ত);
২১. সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যাবতীয় চুক্তি;
২২. বয়স্কভাতা/বিধবা ভাতা এবং অন্যান্য ভাতা প্রদান কার্যক্রম;
২৩. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
২৪. মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ;

২৫. হিজড়া, বেঁদে, দলিত, হরিজন ইত্যাদি সম্পর্কিত কার্যাবলি;

২৬. এসএসভিজি সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;

২৭. দেশী ও বিদেশী সংস্থার চাঁদা প্রদান।

## ৩.৩ প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধিতা অনুবিভাগ কার্যাবলি

১. শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;

২. শিশু সম্পর্কিত অভ্যন্তরিণ ও আন্তর্জাতিক বিষয় সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাদি;

৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের মেরামত, সংস্কার , পরিদর্শন ও যাবতীয় কার্যাদি;

৪. টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম;

৫. বিভিন্ন জেলা মহিলা ও শিশু কিশোর হেফাজতিদের জন্য নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;

৬. কারাগার /উপকারাগার স্থানান্তরিকৃত সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

৭. সরকারী শিশু পরিবার এর ভূমি অধিগ্রহণসহ ভবন মেরামত , সংস্কার , জরাজীর্ণ ব্যবহার অযোগ্য ভবন অকেজো ঘোষনা এবং নিলামে বিক্রয়;

৮. শিশু আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৯. আন্তর্জাতিক এস ও এস শিশু পল্লী সম্পর্কিত কার্যক্রম;

১০. সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহাপনা বিষয়ক কার্যক্রম;

১১. সমাজসেবা অধিদপ্তর এর প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম;

১২. শিশু আইন ও বিধি প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

১৩. সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;

১৪. ভবঘুররে আশ্রয়কেন্দ্র সহ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি;

১৫. ভবঘুররে আশ্রয়কেন্দ্র আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

১৬. শিশু সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিষয় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি;

১৭. জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে প্রতিবন্ধী শিশুদের স্থায়ী খেলার মাঠ সম্পর্কিত কার্যাদি;

১৮. শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনবার্সন কেন্দ্র সম্পর্কিত কার্যক্রম;

১৯. নিরাপদ হেফাজতী (Safe Home) ভিকটিমকে নিজদেশে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;

২০. বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, বিশ্ব ডাউন সিন্ড্রোম দিবস, বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি দিবস ইশারা ভাষা দিবস, বিশ্ব সাদা ছড়ি দিবস, জাতীয় ও আন্তর্জাতি প্রতিবন্ধী দিবস পালন সম্পর্কিত কার্যক্রম;

২১. প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূজচি সংক্রান্ত যবতীয় কার্যাবলি;

২২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ এ সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কার্যাবলি;

২৩. প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতিসংঘ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং কোন দেশের সাথে চুক্তি সংশ্লিষ্ট কার্যাদি;

২৪. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়াবলি;

২৫. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং ট্রাস্টি বোর্ড এর যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়াবলি;

২৬. প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক আদালত মামলা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি;

২৭. প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের খেলাধুলা সংক্রান্ত কার্যক্রম;

২৮. প্রবেশন অব অফেন্ডার্স আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ এবং কারাগারে আটক শিশু সংক্রান্ত কার্যক্রম;

২৯. ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুর্নবাসন) আইন ও বিধি প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৩০. প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক আইন, বিধিমালা ও প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৩১. বিভিন্ন নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) ও নন-এনডিডি বিশেষ বিদ্যালয় সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৩২.	সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহাপনা বিষয়ক কার্যাবলি;

৩৩.	নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যাবলি।

## ৩.৪ পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও আইন অনুবিভাগের কার্যাবলি

১.	মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্পের সারপত্র/ছক পরীক্ষা, প্রক্রিয়াকরণ;

২.	প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণ;

৩.	পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা বিভাগ, অর্থ বিভাগ (উন্নয়ন বাজেট সংক্রান্ত), আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের চাহিদা মোতাবেক যাবতীয় কাজ সম্পাদন;

৪.	প্রকল্প পর্যালোচনা সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অনুসরণ (ফলোআপ);

৫.	প্রকল্প অনুমোদন বিষয়ে বিভিন্ন সভা সম্পর্কিত বিষয়াদি;

৬.	উন্নয়ন সহযোগীর জন্য ব্রিফ প্রণয়ন, পত্রালাপ ও সংযোগ রক্ষা;

৭.	আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় চুক্তি/এইড মেমোরেন্ডাম/এইড কসরটিয়াম সম্পর্কিত কার্যক্রম;

৮.	মন্ত্রণালয়ের পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৯.	প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম;

১০.	মন্ত্রণালয়ের মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভা সংক্রান্ত কার্যাদি;

১১.	মন্ত্রণালয়ের এডিপি/সংশোধিত এডিপি ও ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচী প্রণয়ন;

১২.	এনজিও বিষয়ক প্রকল্প;

১৩.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাধীন কারিগরী সহায়তা প্রকল্প;

১৪.	যাবতীয় আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম;

১৫.	যাবতীয় আইন, বিধি ও অধ্যাদেশ ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম;

১৬.	আইন, বিধি , অধ্যাদেশ প্রণয়ন, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

১৭.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর-সংস্থা কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধি , অধ্যাদেশ ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান;

১৮.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর-সংস্থার  রিট মামলার (বিভাগীয় মামলা ব্যতীত) তথ্যাদি প্রেরণ/সরবরাহ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম;

১৯.	সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

২০.	সেচ্ছাসেবী সংহা সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের আদালত মামলা সম্পর্কিত কার্যক্রম;

২১.	মহামান্য হাইকোর্টের সাথে মামলা সংক্রান্ত  বিষয়ে মনিটরিং/ডেপুটি সলিসিটর ও বজ্ঞ বিচারকের সাথে সমন্বয়করণ;

২২.	সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ পরীবিক্ষণ/পরিদর্শন এর প্রয়োগ;

২৩.	নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

২৪.	সেচ্ছাসেবী নিবন্ধন/অনিবন্ধনকৃত সংস্থা সংশ্লিষ্ট যে কোন মামলা সম্পর্কিত কার্যাবলি;

২৫.	জেলার যে কোন  মামলার বিষয়ে তদারকি, অধিদফতরের সাথে যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২৬.	মামলার এ্যাডভোকেট নিয়োগ এবং বিল পরিশোধ বিষয়ক কার্যাবলি;

## ৪.০ সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ (Dealing) ও চুক্তি (Agreements)

১। United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ কার্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আর্ন্তজাতকি সংস্থা/ বৈদেশিক সংস্থা;

২। আর্ন্তজাতকি প্রতিষ্ঠানের সাথে লিয়াজোঁ এবং এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে সন্ধি (Treaties) এবং অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি (Agreements);

৩। এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিষয়ে তদন্ত ও পরিসংখ্যান;

৪। এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইন;

৫। আদালতে গৃহীত ফিস ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যে কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ফিস।

## ৫.০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উল্লখেযোগ্য অন্যান্য তথ্য (২০২১-২২)

### ৫.১ কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত তথ্য (রাজস্ব বাজেটে)

| সংস্থার স্তর | অনুমোদিত পদ | পূরণকৃত পদ | শূন্যপদ |
|---|---|---|---|
| মন্ত্রণালয় | ১২৯ | ৮৭ | ৪২ |
| অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদসংখ্যা ) | ১৩,০৭২ | ১১,২০১ | ১,৮৭১ |
| **মোট=** | **১৩,২০১** | **১১,২৮৮** | **১,৯১৩** |

### ৫.২ শূন্যপদের বিন্যাস

| অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ | জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন-ডিসি/এসপি) | অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ | ২য় শ্রেণির পদ | ৩য় শ্রেণির পদ | ৪র্থ শ্রেণির পদ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | - | **১৬০** | **৩২৬** | **১১০২** | **৩২৫** | **১৯১৩** |

### ৫.৩ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

*(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)*

| মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম | অডিট আপত্তির সংখ্যা | টাকার পরিমাণ | ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা | নিস্পত্তির সংখ্যা | জের সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় | ৩২টি | ৬৪,৮৭,৫৪,৮১১/-/- (চৌষট্টি কোটি সাতাশি লক্ষ চুয়ান্ন | ... | ... | -- | নিরীক্ষা সন ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | হাজার আটশত এগার) টাকা | | | | ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত |
| সমাজসেবা অধিদপ্তর | সাধারণ-২৯৩টি<br>অগ্রীম- ১৬৭টি<br>৪৬০টি | ১৩৩৪৬০৭৯৮৮<br>১৩৬১৮৩২৫৬৪<br>২৬৯,৬৪,৪০,৫৫২/-(দুইশত উনসত্তর কোটি চৌষট্টি লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশত বায়ান্ন) | পূর্বের ৩২টি<br>বর্তমান-২৭টি<br>মোট=৫৯টি | ৫টি<br>টাকার পরিমান<br>**১০,৭৩,১৫,৮২২/-**<br>(দশ কোটি তিহাত্তুর লক্ষ পনের হাজার আটশত বাইশ) | সাধারণ-২৮৮টি<br>নতুন- ১২টি<br>মোট= ৩০০টি<br>টাকার পরিমান<br>১২২৭২৯২১৬৬/-<br>১৪১০০০০/-<br>১২২৮৭০২১৬৬/-(একশত বাইশ কোটি সাতাশি লক্ষ দুই হাজার একশত ছিষট্টি)<br>অগ্রীম-১৬৭টি<br>নতুন- ৩৮টি<br>মোট= ২০৫টি<br>টাকার পরিমান<br>১৩৬১৮৩২৫৬৪/-<br>৫৫৬০৭৭১১৯৫/-<br>৬৯২২৬০৩৭৫৯/-(ছয়শত বিরানব্বই কোটি ছব্বিশ লক্ষ তিন হাজার সাতশত উনষাট) | ১। ০৪/১০/২০২১ তারিখে ত্রি-পক্ষীয় সভায় সুপারিশকৃত ০৭টি অগ্রীম নিষ্পত্তির পত্র জারী করার জন্য ১৮/১১/২০২১ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে হতে সিভিল অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনো নিষ্পত্তিপত্র পাওয়া যায়নি।<br>২। ২৬টি সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভা ২৬/১২/২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মেধ্যে ১৮টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। নিষ্পত্তিপত্র জারী করার জন্য অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।<br>৩। ২০২০-২১ অর্থবছরের ১টি প্রকল্প এবং ২টি কর্মসূচির বিপরীতে মোট ৫০টিসহ (অগ্রীম ৩৮টি ও সাধারন ১২টি) সর্বমোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৫০৫টি।<br>৪। ময়মনসিংহ বিভাগে দ্বি-পক্ষীয় সভা আহবানের জন্য সভার তারিখ ও প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য ১৬টির কার্যপত্র সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরে ১১/০৪/২০২২ তারিখের ২৮ নং পত্রের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। |
| জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন | ৩৮ | ২৯,৮৬,০০,০০০/-(উনত্রিশ কোটি ছিয়াশি লক্ষ) টাকা | ০২টি | ২০টি,<br>টাকার পরিমাণ-২৬,০২,০০,০০০/(ছাব্বিশ কোটি দুই লক্ষ) টাকা | ১৮টি | -- |
| বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ | ৪১ | ২,২৯,৬৩,০০০/-(দুই কোটি ছাপান্ন হাজার) টাকা | **৩৮টি** | **--** | -- | -- |
| **মোট** | **৫৭১টি** | **৩৬৬,৬৭,৫৮,৩৬৩/-টাকা** | **৯৯টি** | **২৫টি**<br>**টাকার পরিমাণ-৩৬,৭৫,১৫,৮২২/(ছত্রিশ কোটি পঁচাত্তুর লক্ষ** | **৫২৩টি** | -- |

## ৫.৪ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

| মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে বর্তমান | মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে মোট | গত মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা | | | | বর্তমান অর্থবছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা | বর্তমানে অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা (৩-৭) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | চাকুরীচ্যুত/বরখাস্ত | অন্যান্য দন্ড | অব্যাহতি | মোট (৪+৫+৬) | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মাসে মামলার সংখ্যা | মামলার সংখ্যা (১+২) | | | | | | |
| ১ | | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় | ২২ | ০০ | ২২ | ০০ | ০১ | ০০ | ০১ | ১৫ | ২১ |
| সমাজসেবা অধিদফতর | ১০৭ | ০৬ | ১১৩ | ০০ | ০২ | ০১ | ০৩ | ৪৫ | ১১০টি<br>১ম শ্রেণির ৩২ টি,<br>২য় শ্রেণির ০৫ টি,<br>৩য় শ্রেণির ৪৯ টি,<br>৪র্থ শ্রেণির ২৪ টি<br>মোট = ১১০ টি |
| **মোট=** | **১২৯** | **০৬** | **১৩৫** | **০০** | **০৩** | **০১** | **০৪** | **৬০** | **১৩১** |

## ৫.৫ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

| সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা | উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১টি | ২৮টি | -- | ২৯টি | |

৫.৬ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২১-২২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/উপসচিব/উপপ্রধান/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের ৫০ ঘন্টা এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা করে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিতির হার ৯৮%, যা সন্তোষজনক। উক্ত প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

নোট লিখন ও নথি উপস্থাপন, গার্ড ফাইল, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা, পত্র জারি, পত্র গ্রহণ, নথি প্রেরণ, নথি গ্রহণ , নথি চলাচল সম্পর্কে দায়িত্ব, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদেরপোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ক নির্দেশনা, অফিস সহায়কগণের দায়িত্ব ও দায় দায়িত্ব পালনের সীমা, দায়িত্বশীলতা, দায়িত্বে অবহেলা সম্পর্কে আলোচনা, ক্রয়, বেতন নির্ধারণ, ভ্রমণভাতা বিল, ই-মেইল ব্যবস্থাপনা ও ওয়েব পোর্টাল তথ্য ব্যবস্থাপনা, Grievance Redress System and National Intergrity Strategy, Citizen Charter and Innovation in service Delivery. Rules of Business and Allocation of Business ইত্যাদি।

## ৫.৭ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

| মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | কর্মকর্তা | কর্মচারি |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | | |

৫.৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্যাবলি

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৫৭.০১ লক্ষ জনকে বয়স্কভাতা, ২৪.৭৫ লক্ষ জনকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, ২০.০৮ লক্ষ জনকে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, ০১ লক্ষ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ১৯৪টি প্রতিষ্ঠানের ১,০৬,০০০ জনকে বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ও ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচীতে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

- ১৭ জুলাই ২০১৮ ইং তারিখ, গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক (G2P) পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রাথমিকভাবে চার জেলার (গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) এগারো উপজেলায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৮ জন বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভাতার ভাতাভোগীর মাঝে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভাতার অর্থ বিতরণ শুরু হয়। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ০১ কোটি ০৩ লক্ষ ১৪ হাজার জনকে ইলেকট্রনিক (G2P) পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করা হয়।

- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ০২ এপ্রিল ২০২১ তারিখ ১৫তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস এবং ০২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ সমাজসেবা দিবস আড়ম্বরপূর্ণ ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।
- এছাড়াও ০১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ ৩১তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ও ১৬ই অক্টোবর, ২০২১ তারিখ বিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস পালন করা হয়।
- ১৫ আগষ্ট ২০২১ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।
- পবিত্র ঈদ-উল আযহা, ২০২১ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন ও সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।
- মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে সমাজসেবা আধিদফতরাধীন সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

- সমাজসেবা আধিদফতরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিবাসিদের পি.ই.সি/২০২১ এবং জে.এস.সি/২০২১ পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহপূর্বক একীভূত আকারে প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA)'র লক্ষ অর্জন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেও অর্জনযোগ্য ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA)'র লক্ষ অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

## ৫.৯ তথ্য প্রযুক্তির সমপ্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক:

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য ভান্ডার (Disability Information System) : ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- Management Information System (MIS): সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়েববেজ্‌ড Management Information System (MIS) তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- E-Payment: সরকারের ই-পেমেন্ট সার্ভিস পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটুআই এর সহযোগিতায় ৪টি জেলার ১১টি উপজেলার ই-পেমেন্টের মাধ্যমে ভাতা প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। ১৬টি জেলার ১৪২টি ইউনিটে ই-পেমেন্টের মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হবে।
- ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেম: পেপারলেস অফিস এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আরেক মাইলফলক ই-ফাইলিং। বর্তমান সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়সহ সকল জেলায় ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাফতরিক কাজ সম্পন্ন হচ্ছে । সকল উপজেলা ও অন্যান্য অফিসসমূহ ই-ফাইলিং নেটওয়ার্কের আওতায় আনার কাজ চলমান রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইট: ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজসেবা অধিদফতরের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইট' এ সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকান্ডের সামগ্রিক উপস্থাপনা রয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি অনলাইনে উক্ত ওয়েবএড্রেস' এ গিয়ে হালনাগাদ তথ্যসহ প্রয়োজনীয় উপাত্ত দেখতে পাবেন।
- অনলাইনে নিবন্ধন ও সীট বুকিং: সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের নিবন্ধন এখন অনলাইনে সম্পাদিত হয়। এছাড়া জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির আবাসিক হোস্টেল এর সীট বুকিং ও বরাদ্দও এখন অনলাইনে করা হচ্ছে।
- নিজস্ব ডোমেইন বেজড ওয়েব মেইল : সরকারি কাজে দ্রুত ও নিরাপদভাবে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সমাজসেবা অধিদফতরাধীন সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কার্যালয়ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের জন্য নিজস্ব ডোমেইন বেজড ওয়েব মেইল ব্যবহার করা হচ্ছে।

## ৫.১০ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, সচেতনতা তৈরি, প্রচার ও প্রকাশনা:

- সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতি সপ্তাহে নিবাসী দিবস পালন করা হচ্ছে। এছাড়া অভিভাবক এবং নিবাসীদের মধ্যে স্কাইপে ভিডিও কনফারেন্স করা হচ্ছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য ৯টি টিভিসি (প্রতিটি ১ মিনিট) যথা- সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধিতা/অটিজম কার্যক্রম, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত টিভিসি প্রস্তুতপূর্বক ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে।

-  সমাজসেবা অধিদফতরের মূল ভবনে সরকারি সেবা সম্বলিত টিভিসি, জিঙ্গেল, তথ্য, ডকুমেন্টারী ডিজিটাল ডিসপ্লে মনিটরে প্রদর্শনপূর্বক প্রচারণা।
-  বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদফতরের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্বলিত লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ।
-  সমাজসেবা অধিদফতরের সদর দফতর ও অন্যান্য কার্যালয়ে সরকারি সেবা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ১৮ টি স্টিকার বিল বোর্ড স্থাপন।
-  ইউটিউবে সমাজসেবা অধিদফতরের সরকারি সেবা কার্যক্রমের ভিডিও আপলোড।
-  মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের Innovation Team গঠন করা হয়েছে।
-  এছাড়াও, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টিভিস্ক্রুলসহ টেলিভিশন, বেতারে প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ:

১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি;

২. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ওয়েব সাইট, ই-টেন্ডারিং, ই-ফাইলিং ও ইউনিকোড ব্যবহার সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি;

## ৫.১১ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিচে দেখানো হলো:

| নম্বর | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ | প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২১-২২) | | পূর্ববর্তী বছর (২০২০-২১) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়) | সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১. | বয়স্ক ভাতা | ৫৭.০১ লক্ষ | ৩৪৪৪৫৪.০০ | ৪৯ লক্ষ | ২৯৪০০০.০০ |
| ২. | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা | ২৪.৭৫ লক্ষ | ১৪৯৫৪০.০০ | ২০.৫০ লক্ষ | ১২৩০০০.০০ |
| ৩. | প্রতিবন্ধী ভাতা | ২০.০৮ লক্ষ | ১৮২০০০.০০ | ১৮ লক্ষ | ১৬২০০০.০০ |
| ৪. | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি | ০১ লক্ষ | ৯৫৬৪.০০ | ০১ লক্ষ | ৯৫৬৪.০০ |
| ৫. | সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | ১৭,৬৭৫ জন<br>১৯৪ টি প্রতিষ্ঠান | ৭৯৫৩.৭৫ | ১৭,৬৭৫ জন<br>১৯৪ টি প্রতিষ্ঠান | ৭৪২৩.৫০ |
| ৬. | বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট | ১,০৬,০০০ জন<br>৪০৭১ টি প্রতিষ্ঠান | ২৫৪৪০.০০ | ১,০০০০০ জন<br>৪০১২ টি প্রতিষ্ঠান | ২৪০০০.০০ |
| ৭. | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন | ১২৫০ জন | ১৯৩.০০ | ১৫৩৫ জন | ১৮২.০০ |

| নম্বর | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ | প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২১-২২) | | পূর্ববর্তী বছর (২০২০-২১) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়) | সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়) |
| | কার্যক্রম | | | | |
| ৮. | ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান | ৩০০০ জন | ২৬৮০.০০ | ২,৮৫০ জন | ৫০০.০০ |
| ৯. | চাইল্ড সেনসেটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প (সিএসপিবি) | ১৭২৮৭৯ জন (চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ সেবাসহ) | ১৭৬২.৫২ | ২১০২৮৬ (চাইল্ড হেল্পলাইন - ১০৯৮ সেবাসহ) | ১২৩০.৫৩ |
| ১০. | শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র | ২৮৬১ জন | ২৬১৯.০০ | ২৬৩৮ জন | ২৩৩৮.০০ |
| ১১. | হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি | ৫৭৪৫ জন | ৫৫৬.০০ | ৪৮১৫ জন | ৫৫৬.০০ |
| ১২ | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি | ৬৯১৫৩ জন | ৫৭৮৭.০০ | ৬৯৫৭২ জন | ৫৭৮৭.০০ |
| ১৩. | বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি | ৯৫৬৪ জন | ৯২৩.০০ | ৮৯৯৮ জন | ৯২৩.০০ |
| ১৪. | চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি | ৫০০০০ জন | ২৫০০.০০ | ৫০,০০০ জন | ২৫০০.০০ |
| ১৫. | ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি | ৩০,০০০ জন | ১৫০০০.০০ | ৩০,০০০ জন | ১৫০০০.০০ |

## সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৩ সনে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সনে জারিকৃত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০১৫ এর আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ‘উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে প্রণয়ন করছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের ১১ টিসহ এ পর্যন্ত ৫২ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রাপ্ত ১১ টি উদ্ভাবনী ও সেবা সহজিকরণ উদ্যগের তালিকাঃ

| ক্রমিক | সেবা সহজিকরণ | বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থা |
|---|---|---|
| ১ | মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার শৃঙ্খলাজনিত তথ্যের ডাটাবেস | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| ২ | শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি প্রাপ্তি সহজিকরণ | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| ৩ | একাউন্টস বিলিং সিস্টেম ফর বাজেট মনিটরিং | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| ৪ | স্মার্ট কেইন উইথ এ্যাডেড ফিচারস | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| ৫ | ক্যান্সার,কিডনি,লিভার সিরোসিসহ বিভিন্ন চিকিৎসা সহায়তার তথ্য সংরক্ষণ সহজিকরণ | সমাজসেবা অধিদপ্তর |
| ৬ | বেসরকারি সংস্থা নিবন্ধন কার্যক্রম সহজিকরণ | সমাজসেবা অধিদপ্তর |
| ৭ | মোবাইল থেরাপি ভ্যান ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ | জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন |

| | | |
|---|---|---|
| ৮ | রোগীকল্যাণ সমিতিকে অনুদান প্রদান সহজিকরণ | জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ |
| ৯ | প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান প্রাপ্তি সহজিকরণ (প্রতিবন্ধীদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ এবং জীবন বৃত্তান্তের ডাটাবেজ তৈরিসহ প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি জব পোর্টাল তৈরি) | এনডিডি ট্রাস্ট এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| ১০ | এনডিডি ব্যক্তিদের কল্যাণে আর্থিক চিকিৎসা সহায়তা সহজিকরণ | এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট |
| ১১ | মৈত্রী প্লাস্টিক ও মুক্তা পানি বিপণনের ডিলারশীপ নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজিকরণ | শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প) |

২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ৫টি উদ্ভাবনী উদ্যগের নাম

| ক্রমিক | উদ্ভাবনের নাম | বাস্তবায়নকারী: মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা |
|---|---|---|
| ১ | মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার শৃঙ্খলাজনিত তথ্যের ডাটাবেস লিংকঃ http://www.msw-soft.gov.bd/cms/ | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| ২ | মোবাইল থেরাপি ভ্যান ট্র্যাকিং সিস্টেম লিংকঃ http://mtv.ekbdit.com/login | জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন |
| ৩ | অটিজম বৈশিষ্ট্য ব্যাক্তিদের জন্য "বলতে চাই" অ্যাপস লিংকঃ https://play.google.com/store/apps/details?id | নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (এনডিডি ট্রাস্ট) |
| ৪ | HR ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম লিংকঃ http://hrmdss.gov.bd/auth/login | সমাজসেবা অধিদপ্তর |
| ৫ | "রোগীকল্যাণ সমিতিকে EFT এর মাধ্যমে অনুদান প্রদান | জাতীয় সমাজকল্যণ পরিষদ |

বিগত বছরগুলোতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত ৫২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

| ক্রমিক | উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম |
|---|---|
| ১ | ওয়ান ইউসিডি ওয়ান নিউ ট্রেড |
| ২ | e-Learning and Training Management System |
| ৩ | বেসরকারি ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট এবং কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম |
| ৪ | "ফেরা" (হারিয়ে যাওয়া মানুষের আপন ঠিকানায় ফিরে আসা) |
| ৫ | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্যাদির ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম |
| ৬ | র‍্যাপিড কন্টাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম |
| ৭ | ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তার জন্য অনলাইন আবেদন |
| ৮ | দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ই-লানিং সেন্টার |
| ৯ | অ্যাপ: MyDSS (Contact Management System) |
| ১০ | স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ সহজিকরণে Volunteers Organization Management System and Mobile Apps |
| ১১ | উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের সেবা সহজীকরণ এবং সহায়তা প্রদান |
| ১২ | শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তি সহজীকরণ এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান |
| ১৩ | ভাতা কার্যক্রমের ই-পেমেন্ট |
| ১৪ | সরকারি শিশু পরিবারে নিবাসীদের শিক্ষা কার্যক্রমে কোচিং সাইকেল |

| ক্রমিক | উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম |
|---|---|
| ১৫ | সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের অভিভাবক পরিচয়পত্র প্রদান |
| ১৬ | পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের হিসাব সহজীকরণ "ম্যাজিক ব্যালেন্স" |
| ১৭ | 'যাকাত ও অনুদানসংগ্রহমেলা' (হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের দু:স্থ, অসহায় রোগীদের কল্যাণে) |
| ১৮ | প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সমূহের নিবাসী দিবস ও অভিভাবকের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং |
| ১৯ | "প্রজন্ম বাঁচাই" শিশু সুরক্ষা একটি সামাজিক আন্দোলন |
| ২০ | টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্প লাইন ১০৯৮ |
| ২১ | ডিজিটাল আইডিসহ এটেনডেন্ট সিস্টেম |
| ২২ | চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম |
| ২৩ | মাইক্রোক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম |
| ২৪ | Disability Information System (DIS) |
| ২৫ | সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের স্বাবলম্বীকরণ |
| ২৬ | শিশু আইন ২০১৩ এর আওতায় বিকল্প ব্যবস্থা সমূহের সহজ বাস্তবায়ন |
| ২৭ | নিরাপদ মাতৃত্ব |
| ২৮ | সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং |
| ২৯ | ভাতা কার্যক্রমের সুবিধাভোগীদের 'হেলথকার্ড' এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবায় অগ্রাধিকার প্রদান |
| ৩০ | শিশুর মনো সামাজিক উন্নয়নে 'প্রদীপ পাঠদান' |
| ৩১ | ভিডিও টিউটোরিয়াল ব্যবহার করে শিক্ষা প্রদান সহজিকরণ |
| ৩২ | মাতৃছায়া সেবা সহায়তা কার্যক্রম |
| ৩৩ | সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সকল ভাতার লেমিনেটিং বই বিতরণ |
| ৩৪ | সরকারি শিশু পরিবারের 'মেধা লালন' |
| ৩৫ | আলোকিত শিশু |
| ৩৬ | স্বপ্ন পূরণ বক্স |
| ৩৭ | ব্রেইল এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের কক্ষ নির্দেশিকা এবং নেইমপ্লেট |
| ৩৮ | প্রবেশন অ্যাপ: সুরক্ষা |
| ৩৯ | প্রবীণ ভাতাভোগীর বই রিপ্লেস: শ্রদ্ধা |
| ৪০ | শিশু পরিবারে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম |
| ৪১ | ডিএসএস ই-লাইব্রেরি |
| ৪২ | সংকল্প: দেখবো এবার জগৎটাকে |
| ৪৩ | "স্বয়ংক্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম" |
| ৪৪ | প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি সহজিকরণ"সুবর্ণনাগরিক" |
| ৪৫ | "অনলাইননিবাসী ব্যবস্থাপনা" |
| ৪৬ | সরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে ভর্তি সহজিকরণ'স্বপ্নবুনন' |
| ৪৭ | ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট মঞ্জুরী সহজিকরণ"প্রতিপালন" |
| ৪৮ | ছোটমনিনিবাসের শিশুদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ সহজিকরণ"আপনপরিবার" |
| ৪৯ | নিবন্ধীত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবক পরিচয়পত্র প্রদান"স্বেচ্ছাসেবক" |
| ৫০ | বয়স্ক এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা কার্যক্রম উপকারভোগীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিমিত্ত "হেলথকার্ড" |
| ৫১ | অভ্যন্তরীণ সেবা গুদাম, যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন সেবাসহজিকরণ "ইনভেন্টরি এন্ড সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" |
| ৫২ | প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস সহজিকরণ |

# সমাজসেবা অধিদপ্তর

**www.dss.gov.bd**

## পরিচিতি

সমাজসেবা কার্যক্রমের ব্যাপক বিকাশ, ব্যাপ্তি এবং বিবিধ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে 'সমাজসেবা অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুঃস্থ, বিপন্ন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সোনার বাংলাদেশ গড়ার কাজ নিরলস ভাবে করে যাচ্ছে সমাজসেবা অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তরের কাজ দেশের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমাজের অনগ্রসর অংশকে মূলধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তর পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা মিলিয়ে রয়েছে ১,০৩২ টি কার্যালয়। ৫২ টি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও ক্ষমতায়নের কাজ করে যাচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নানাবিধ সেবার বৈচিত্র।

## ১.১ ভিশন

সামাজিক কল্যাণ, সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন।

## ১.২ মিশন

উপযুক্ত ও আয়ত্বাধীন সম্পদের ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক অংশীদারগণের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুসংহত ও বিকাশমান সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক মঙ্গল সাধন।

## ২.০ প্রশাসন ও অর্থ উইং এর কার্যক্রম

## ২.১ সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ইউনিট

| ক্রম | প্রশাসনিক ইউনিটের নাম | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | সদর কার্যালয় | ১ |
| ২ | বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় | ৮ |
| ৩ | জেলা সমাজসেবা কার্যালয় | ৬৪ |
| ৪ | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় | ৪৯২ |
| ৫ | অন্যান্য কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠান | ৪৬৭ |
| | **মোট** | **১০৩২** |

২.২ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

| সংস্থার স্তর | অনুমোদিত পদ | পূরণকৃত পদ | শূন্যপদ | বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা) | ১২৯৮৫ | ১১১৪৮ | ১৮৩৭ | ৪০৬২ | |
| মোট | ১২৯৮৫ | ১১১৪৮ | ১৮৩৭ | ৪০৬২ | |

## ২.৩ **শূন্য পদের বিন্যাস**

| অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ | জেলা কর্মকর্তার পদ | অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ | ২য় শ্রেণির পদ | ৩য় শ্রেণির পদ | ৪র্থ শ্রেণির পদ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | ১৪০ | ৩১০ | ১০৮৬ | ৩০১ | ১৮৩৭ |

২.৪ অন্যান্য পদের তথ্য:

| প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা |
|---|---|
| ১ | ২ |
| -- | ৩৯৯ |

২.৫ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

| প্রতিবেদনাধীন বৎসরে পদোন্নতি | | | নতুন নিয়োগ প্রদান | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | কর্মকর্তা | কর্মচারী | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |
| ১২৬ | ৯২ | ২১৮ | ১২১ | ৫৯৭ | ৭১৮ | |

## ৩.	অডিট আপত্তি

### ৩.১	অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

| ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম | অডিট আপত্তি | | ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ০১. | সমাজসেবা অধিদফতর | ২২৫ | ৭৫.৫০ | ২৭৭ | ৩২ | ৩১.২২ | ৫০৫ | ৮১৫.১৩ |
| | সর্বমোট | ২২৫ | ৭৫.৫০ | ২৭৭ | ৩২ | ৩১.২২ | ৫০৫ | ৮১৫.১৩ |

## ৪.	শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

### ৪.১	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা

| প্রতিবেদনাধীন অর্থ বৎসরে (২০২১-২২) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বৎসরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা | | | | অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| | চাকুরীচ্যুত/বরখাস্ত | অব্যাহতি | অন্যান্য দন্ড | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১১৪ | ০০ | ২১ | ২৪ | ৪৫ | ১১০ |

### ৪.২	বিভাগীয় মামলা

২০২১-২২ অর্থবছরে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪১ টি। পূর্বের বছরে ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১১৪টি। মোট দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১৫৫ টি। তন্মধে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪৫ টি। মোট অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১১০টি।

## ৪.৩ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

| সরকারি সম্পত্তি/ স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা | উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা | দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ০৬ টি | ৪১ টি | -- | ৪৭ টি | -- |

## ৫. মানবসম্পদ উন্নয়ন

### ৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

| প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|
| ১ | ২ |
| ১৫৪ টি | ৪,৩১৭ জন |

### ৫.২ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

২০২১-২২ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদফতর ও জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ইনোভেশন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, আইসিটি ও দফতর ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন পর্যায়ের ১৮০৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে মোট ৯১ টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

## ৬. সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

| দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা | সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা |
|---|---|
| ১ | ২ |
| ১৩ | ১০০৩ জন |

৭.	তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

| মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে মোট কম্পিউটারের সংখ্যা | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে লেন (LAN) সুবিধা আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়েন (WAN) আছে কি না | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | কম্পিউটার প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা | কম্পিউটার প্রশিক্ষিত কর্মচারী |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৪৮০ টি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | ৫২৪ জন | ৩,৬৩০ জন |

## ৮.০	দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম

### ৮.১	পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ/দারিদ্র্য বিমোচনের সূতিকাগার এবং পথিকৃৎ হিসেবে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সূচনা করে এক নতুন ও বর্ণিল ইতিহাস।
পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে তাঁদের সম্পৃক্ত করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিস্কাশন, শিশু শিক্ষা, অসহায় ও এতিমদের সহায়তা প্রদান করা, পরিবার পরিকল্পনা ও সামাজিক ব্যাধি যেমন বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার রোধ ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্তের মাধ্যমে নারীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এসব সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে আরএসএস কর্মসূচীভুক্ত পরিবারের সদস্যরাও সম্পৃক্ত রয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীন ১৯টি থানায় ‘পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম’ যাত্রা শুরু করে। এর সফলতার আলোকে ১৯৭৭ সালে আরো ২১ টি থানায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে সম্প্রসারিত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ২য় পর্ব (১৯৮০-৮৭) ১০৩টি উপজেলায়, ৩য় পর্ব (১৯৮৭-৯২) ১২০টি উপজেলায়, ৪র্থ পর্ব (১৯৯২-৯৫) ৮১ টি উপজেলা, ৫ম পর্ব (১৯৯৫-২০০২) ১১৯ টি উপজেলা এবং ৬ষ্ঠ পর্ব (২০০৪-০৭) ৪৭০টি উপজেলায় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অর্থবছর হতে **সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম** খাতে নিয়মিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

## ৮.২ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

- পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম এর আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২৬.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে বিনিয়োগের জন্য উক্ত অর্থ মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্থবির ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষে ১৪-২১ ডিসেম্বর ২০২১ ‘‘ক্ষুদ্রঋণ জাগরনী সপ্তাহ’’ পালন করা হয়। উক্ত জাগরনী সপ্তাহে ৩৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ, ৪৭ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা পুনঃ বিনিয়োগ এবং অনাদায়ী প্রায় ৪৩ কোটি টাকা আদায় করা হয় ।
- a2i এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা Micro Credit Management System (MCMS) সফটওয়্যার উপজেলা পর্যায়ে ডাটা টেস্টিং এর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।
- মাঠপর্যায়ের ২৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ১,৫০,০০০ টাকা করে মটরসাইকেল ঋণ দেওয়া হয়েছে।
- ক্ষুদ্রঋণ অর্থ আত্মসাৎ সংক্রান্ত ১৭টি মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্রঋণের প্রচারের জন্য ১০ মিনিটের একটি ভিডিও ক্লিপ তৈরি করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্রঋণের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী মহোদয়, সচিব মহোদয় ও অর্থনীতিবিদদের অংশগ্রহণে দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

## ৮.৩ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি)

শহর এলাকার উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত শহর সমাজসেবা কার্যক্রম । সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শহর এলাকার পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নের অভিলক্ষ্যে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরসহ সর্বমোট ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

**রূপকল্প** (Vision): শহর এলাকার নিম্ন আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ।

**অভিলক্ষ্য** (Mission):

সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শহর এলাকার পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সামাজিক ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়ন।

**লক্ষ্য** (Goals)

(১) স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকান্ডের সমন্বয় এবং নিবন্ধনে সহায়তাকরণ;
(২) বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবামূলক উদ্যোগ উৎসাহিতকরণ;
(৩) পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন, নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ সুদৃঢ়করণ;
(৪) কর্মদল গঠনের মাধ্যমে সংগঠিতকরণ;
(৫) দলীয় সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং সঞ্চয় সৃষ্টির মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল গঠন;
(৬) মা ও শিশুর যত্ন; প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা; আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা; নিরাপদ পানি ব্যবহার; স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার; স্বাক্ষরতা; পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;

খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন; বাল্যবিবাহ, যৌতুকপ্রথা, নারী ও শিশু নির্যাতন-পাচার, ইভ-টিজিং ও এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধ; তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ; শিশুশ্রম রোধ; ধূমপান ও মাদকসেবন নিরুৎসাহিতকরণ; প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা, সুখী পরিবার গঠন ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রমের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

(৭) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরি-বৃত্তিমূলক ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৮) মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা;

(৯) শহর এলাকার ভিক্ষুক এবং হিজড়া এই দুই শ্রেণির জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে উৎপাদনমূলক ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন;

(১০) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমূলক ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন;

(১১) সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বার্থে অধিদপ্তর ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে দেশী ও বিদেশী দাতা সংস্থার সহায়তায় MoU ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(১২) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন।

**২০২১-২২ অর্থবছরে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম**

২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের (ইউসিডি) ১১.৬৬ কোটি টাকার মধ্যে ৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার বিভাজন মাঠ পর্যায়ে ইউসিডি কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮.৫৫ কোটি টাকা, পুনঃবিনিয়োগের পরিমাণ ১০.২১ কোটি টাকা, আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ ৫.৫৮ কোটি টাকা, বিনিয়োগের আদায়ের হার ৮৮%, পুন:বিনিয়োগের আদায়ের হার ৯১%, উপকারভোগী ৫৮০০ টি পরিবার।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে সুবিধাভোগী পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১২,২১৯ জন এবং সুবিধাভোগী নারী প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা ৮১৪৫ জন। এছাড়া a2i এর সহযোগিতায় ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম Micro Credit Monitoring System (MCMS) সফটওয়্যার এর কাজ চলমান রয়েছে।

**ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা**

লক্ষ্যভুক্ত পরিবার

আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত পরিবার নির্বাচন করে পরিবারগুলোকে ৩ (তিন)টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে-

(ক) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ০-২,০০,০০০ টাকা -‘ক’ শ্রেণি (দরিদ্রতম)
(খ) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ২,০০,০০১-৩,০০,০০০ টাকা -‘খ’ শ্রেণি (দরিদ্র)
(গ) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ৩,০০,০০১ টাকা-তদুর্ধ্ব-‘গ’ শ্রেণি (সচ্ছল)।
‘ক’ ও ‘খ’ শ্রেণির পরিবার এ কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

ঋণসীমা : জন প্রতি ১০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা।

ঋণ পরিশোধের সময়সীমা : ১০% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০টি কিস্তিতে সর্বোচ্চ ১ বছর মেয়াদে ঋণ পরিশোধযোগ্য।

## ৮.৪ দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পূর্ণ রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ২০০২-২০০৩ অর্থবছর হতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দগ্ধ ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, জরিপের মাধ্যমে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ ও সংখ্যা নিরূপন, দক্ষতা ভিত্তিক ও উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের ৪৯২ টি উপজেলা ও ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়সহ মোট ৫৭২টি কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাঠপর্যায়ে পরিবার জরিপের মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত (যে পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১,০০,০০০/- এক লক্ষ টাকার উর্ধ্বে নয়) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর নির্ধারিত স্কীমের বিপরীতে জন প্রতি  ৫,০০০/- টাকা হতে ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের ২ মাস পর হতে ৫% সার্ভিস চার্জসহ সমান ২০ কিস্তিতে ঋণের টাকা আদায় করা হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ১৯ সদস্যের 'জাতীয় পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি', জেলা পর্যায়ে ১৩ সদস্যের 'জেলা পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি' উপজেলা পর্যায়ে ১১ সদস্যের 'উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি' এবং শহর ও মহানগর এলাকায় শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গঠিত 'ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি' এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

**২০২১-২২ অর্থবছরে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম:**

- দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়। বরাদ্দকৃত টাকা ক্ষুদ্রঋণের ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে বিনিয়োগের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

## ৮.৫ পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী, যাদের অধিকাংশই পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী এবং অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত। পল্লী এলাকার এ সকল নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৭৫ সালে তৎকালীন ১৯ জেলার ১৯ টি থানায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নারী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র' (Rural Mother Center -RMC) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করেন। এ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত নারীদের সংগঠিত করে পরিবারভিত্তিক দারিদ্রতা বিমোচন, নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন। পাশাপাশি পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সংগঠিত নারীদের নিজস্ব পুঁজি গঠন। বিভিন্ন মেয়াদে ৬টি পর্বে (১৯৭৫ সন হতে ২০০৪ সন) পর্যন্ত এ প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ৩১৪ টি উপজেলাসহ ৩১৮ ইউনিটে বাস্তবায়িত হয়েছে । গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবশিষ্ট ১৭৮ উপজেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে ৬৪ জেলার সকল উপজেলায় পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**২০২১-২২ অর্থবছরে পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) কার্যক্রম:**

- পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) কার্যক্রমের আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে ২৩.৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত টাকা ৪ কিস্তিতে উত্তোলন পূর্বক ক্ষুদ্রঋণের ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে বিনিয়োগের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫,১৪১ জন সম্পাদিকাকে সম্মানী প্রদান করা হয়েছে। উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা ৬,০০০ টি।
- পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) কার্যক্রমের নীতিমালা সংশোধন পূর্বক খসড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- অর্থ আত্মসাতকারীদের সনাক্তকরণে বিভিন্ন জেলায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নের জন্য ৪০ টি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের মাতৃকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ পরবর্তী গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখার লক্ষ্যে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগের টার্গেট নির্ধারণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।
- মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য "১৪-২১ ডিসেম্বর ২০২১ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ জাগরণী সপ্তাহ" উদযাপন করা হয়েছে।

## ৮.৬ আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ প্রকল্পটি সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০০১ সাল হতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১ম পর্যায় ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পল্লীঅঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও দুর্দশাগ্রস্থ পরিবারকে পুনর্বাসনকল্পে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

দেশের ৫৭ টি জেলার অন্তর্গত ১৮১ টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাসত্মবায়িত হচ্ছে। আশ্রয়ন প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৩৭৮টি। প্রকল্পের লক্ষভুক্ত ব্যক্তি/ পরিবার প্রতি ২০০০/- হতে ১৫০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। গৃহীত ঋণের ৮% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০ কিস্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধযোগ্য।

## ৯.০ সামাজিক নিরাপত্তা উইং এর কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহারের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। দেশের পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এনে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্রের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনাই হচ্ছে এসকল কর্মসূচি মূল লক্ষ্য। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১.বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম; ২. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম; ৩.অসচছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম ; ৪. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম; ৫. হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ৬. বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ৭. অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ৮. প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি; ৯. ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি; ১০.ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড,জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি; ১১. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ১২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি।

## ৯.১ ২০২১-২২ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি:

- ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫০ টি উপজেলার নীতিমালা অনুযায়ী সকল প্রবীণ নাগরিকদের বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে ভাতা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ১ হাজার জন এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৫ হাজার জন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত ১২ লক্ষ ২৬ হাজার ভাতাভোগী Management Information System (MIS) ব্যবহার করে অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে নির্বাচনপূর্বক G2P পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ অনুযায়ী সারাদেশে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ২ লক্ষ ৮ হাজার জনসহ সর্বমোট ২০ লক্ষ ৮ হাজার জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে G2P পদ্ধতির মাধ্যমে ভাতা প্রদান কার্যক্রমে আনা হয়েছে।
- ৩০ জুন/২০২২ পর্যন্ত ভাতা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম Management Information System (MIS) এ মোট ১কোটি ৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৪২ জন (বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ও প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি) এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি এবং হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীর মধ্যে ১ কোটি ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৪৫২ জন ভাতাভোগীকে G2P তে ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

## ৯.২ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান :

২০১০-২০১১ অর্থবছরে এই কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ‘ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠির পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান’ শীর্ষক কর্মসূচিতে ২৬.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত অর্থ দ্বারা ৬৩ টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও ৫ টি জেলায় ১৬ টি টিনসেড ভবন নির্মাণের নিমিত্তে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩০০০ জন। ঢাকা শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকাসমূহ ভিক্ষুকমুক্ত রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত মাইকিং, বিজ্ঞাপন, এবং ৫০ টি বিভিন্ন স্থানে নষ্ট হয়ে যাওয়া স্টিল স্ট্যান্ডবোর্ড মেরামত/নতুন স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকাসমূহে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২৯টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২০০০ জন পেশাদার ভিক্ষুক আটক করা হয়। যাদের মধ্যে ৭৮৮ জনকে সরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন মেয়াদে আটক রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুনর্বাসন করা হয়। অবশিষ্ট ১২১২ জনকে পরিবারে পুনর্বাসন করা হয়। ইতোমধ্যে ভিক্ষুক পুনর্বাসনের কাজটি পদ্ধতিগতভাবে বাস্তবায়নের জন্য ভিক্ষুক পুনর্বাসন সংক্রান্ত বাস্তবায়ন নীতিমালা মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

## ৯.৩ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বলতে দেশের পিছিয়ে পড়া সে সব পেশাজীবীগোষ্ঠীকে বুঝাবে, যারা বংশগতভাবে বিভিন্ন আদি পেশা, যথা: কামার, কুমার, নাপিত, বাঁশ-বেত পণ্য, কাঁশা-পিতল সামগ্রী, জুতা মেরামত (মুচি), বাদ্যযন্ত্র, নকশী কাঁথা, লোকজযন্ত্র, শিতলপাটি-শতরঞ্জী তৈরি সহ এ ধরনের সনাতন পেশার সাথে সম্পৃক্ত। প্রকল্পটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। মূল প্রকল্পটি মোট ৮ টি জেলার ৮২ টি উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪৮৫৫.৭০ লক্ষ টাকা যা ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে ২৭ টি জেলার ১১৭ টি উপজেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৭০৮৪.২২ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়।

জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও অনুদান বাস্তবায়নের চিত্র:

| বিবরণ | লক্ষ্যমাত্রা (ডিসেম্বর ২০২২) | ইতোমধ্যে সম্পন্ন (জুন/২০২২) |
|---|---|---|
| সফটস্কিলস প্রশিক্ষণ | ১৪৮৪৭ জন | ১৪৮৪৭ জন |
| এপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ | ১১৪৯৬ জন | ১১৪৯৬ জন |
| অনুদান (নগদ সহায়তা) | ২৬৩৪৩ জন | ২৬৩৪৩ জন |

- অনুদান খাতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়- ৪৭,৪১,৭৪,০০০ টাকা;
- প্রশিক্ষণ খাতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় – ১৫,৩৭,৯৭,৫০০ টাকা;
- ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট অনুমোদিত জরিপ- ৪,২৫,০৭২ জন।

## ১০.০ সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম

### ১০.১ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি দৈনন্দিন সেবাধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, যা সরাসরি দরিদ্র, আর্ত-পীড়িতের সেবার সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম ঢাকা মেডিকেলে এ কার্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ১০৪টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সর্বমোট ৫২৩ টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি হাসপাতালে ‘রোগী কল্যাণ সমিতি’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে।

#### ১০.১.১ কার্যাবলি

(১) চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষা, পথ্য, বস্ত্র, রক্তদান, চশমা, ক্র্যাচ, কৃত্রিমঅংগ, যাতায়াত ভাড়া, মৃত ব্যক্তির লাশ পরিবহন ও সৎকার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ফলোআপ ও পরামর্শ প্রদান;

(২) হাসপাতালে পরিত্যক্ত, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু, নারী ও প্রবীণদের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসন করা অথবা সমাজসেবা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে তাকে পুনর্বাসনে সহায়তা করা;

(৩) রোগীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন (Rapport building), Counseling & Motivation) এর মাধ্যমে রোগ নিরাময়ে সহায়তা করা;

#### ১০.১.২ সেবাগ্রহিতা

হাসপাতালে আগত দরিদ্র, অসহায় ও দুঃস্থ রোগী।

### ১০.১.৩ সেবাদান পদ্ধতি

- হাসপাতালে আগত বর্হির্বিভাগ ও ভর্তিকৃত সমস্যাগ্রস্থ রোগী/অভিভাবক আর্থিক সাহায্যের আবেদন যথাযথভাবে পূরণ করবেন;
- আবেদনপত্রে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার রোগীর চাহিদাভিত্তিক ঔষধ, পরীক্ষা, দ্রব্য-সামগ্রী বা অন্যান্য সাহায্যের জন্য সুপারিশ করবেন;
- ডাক্তার কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদন সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের অফিস সহকারী/সমাজকর্মী যাচাইপূর্বক সমাজসেবা অফিসারের নিকট দাখিল করবেন;
- আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সমাজসেবা অফিসার দরিদ্র ও অসহায় রোগী চিহ্নিত করবেন;
- আর্থিক সহায়তা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানকৃত রোগীর আবেদন ফরম অনুযায়ী ভাউচারসহ মাস্টার রোল অফিস সহকারীর মাধ্যমে সংরক্ষণ করবেন;
- এছাড়াও জটিল রোগাক্রান্ত রোগী যেমন-ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইজড, হৃদরোগ, যক্ষ্মা, এইচআইভি, বি-ভাইরাস ও অন্যান্য রোগাক্রান্ত রোগীকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- অপারেশন ও জটিল রোগের ক্ষেত্রে ভয়াবহতা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি কাউন্সেলিং, ফলোআপ ও মোটিভেশন;
- প্রয়োজনে রোগীর গৃহ পরিদর্শন, ফলোআপ ও পরিবারবর্গের সাথে যোগাযোগ করা;
- চিকিৎসা শেষে প্রয়োজনে রোগীর যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আশ্রয়হীন, ঠিকানাবিহীন ও পরিত্যক্ত শিশুদের চিকিৎসাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের চিকিৎসা সেবায় অগ্রাধিকার প্রদান এবং প্রয়োজনে সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

### ১০.১.৪ প্রদত্ত সেবা

- হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা প্রাপ্তিতে সহায়তা;
- বিনামূল্যে ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বস্ত্র, খাদ্য, হুইল চেয়ার, কৃত্রিম অংগ, বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী বিতরণ, রক্ত সরবরাহ বা ক্রয়ে নগদ অর্থ সহায়তা ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ;
- অবাঞ্ছিত শিশু পুনর্বাসন;
- রোগের কারণে অবাঞ্ছিত রোগীদের পরিবারে পুনর্বাসন;
- হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থানান্তরের সহায়তা;
- রোগীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা/প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে অবহিতকরণ;
- গুরুতর অসুস্থতা/অপারেশন মানসিক বিপর্যস্ত রোগী বা রোগীর সাথে পারিবারিক ও সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা;
- স্বজনদের কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা;

- নাম পরিচয়বিহীন দরিদ্র মৃত ব্যক্তির সৎকারের ব্যবস্থা করা;
- রোগমুক্তির পর রোগীর বাড়ী ফিরে যেতে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

### ১০.১.৫ সেবাদানকারী হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ

- সকল জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি জেনারেল/সদর/আধুনিক হাসপাতাল;
- বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ;
- বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল;
- ঢাকাস্থ ১০টি বেসরকারি হাসপাতাল যেখানে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা গ্রহণের হার অধিক এবং ঢাকার বাইরে বেসরকারি হাসপাতাল ১ টি;
- উপজেলা পর্যায়ে ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে অবস্থিত রোগী কল্যাণ সমিতি;

### ১০.২ চিকিৎসা ও প্রবেশন:

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নতুন ০৩টি হাসপাতালে রোগীকল্যাণ সমিতি সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে সারা বাংলাদেশে জেলা পর্যায়ে মোট ১০৮টি ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ৪২০টি সর্বমোট ৫২৮টি ইউনিটে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে হাসপাতালে আগত দরিদ্র, অসহায় ও দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, রক্ত, বস্ত্র, ক্রাচ, হুইলচেয়ার, কৃত্রিম অঙ্গ, কাউন্সিলিং, মোটিভেশন, ফলোআপ ও পুনর্বাসন প্রভৃতির মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিকভাবে মোট ৭,৩৩,৬৭৭ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে হাসপাতালে আগত ও ভর্তিকৃত করোনা রোগীদের মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ঔষধ, পথ্য ইত্যাদি বিতরণ এবং করোনা মহামারি প্রতিরোধে নিয়মিত রোগী ও সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করা হয়েছে।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে সেবাদানকৃত রোগীদের মাঝে দান, অনুদান ও যাকাতের অর্থ ব্যয় হয়েছে মোট ২০,৭৩,২৪,৭২৭ টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম জোরদারকরণে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ডোনার, সমিতির সদস্যবৃন্দ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে বাস্তবায়িত হাসপাতালসমূহে ৩০% গরীব রোগীকে সেবাদানের শর্তানুযায়ী বিনামূল্যে ১৪,৯৫,৪৪৮ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

## ১১.০ প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিসেস

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে 'প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম' অন্যতম। ১৯৬০ সালে 'প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স' জারীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালে ২য় পাঁচশালা পরিকল্পনাধীন সংশোধনমূলক কার্যক্রম চালু হয় এবং ২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প (১) প্রবেশন অব অফেন্ডার্স প্রকল্প এবং (২) আফটার কেয়ার সার্ভিসেস বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে ৬টি সিএমএম কোর্টসহ ৬৪টি জেলা সর্বমোট ৭০টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও সকল উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এবং বিভাগীয় শহর সমাজসেবা অফিসারগণ প্রবেশন অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

## ১১.১ প্রবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- কোন অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তি স্থগিত রেখে শর্ত সাপেক্ষে একজন প্রবেশন অফিসারের তত্বাবধানে সমাজে খাপ খাইয়ে চলার এবং চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ প্রদান করা ;
- সামাজিক ও মনস্তাত্বিক চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থাৎ অপরাধের মূল কারণসমূহ নির্ণয়পূর্বক অপরাধীর সংশোধনের ব্যবস্থা করা;
- শিশু অপরাধীকে কারাগারের অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে দূরে রাখা;
- সংশোধনের পর অপরাধীকে সমাজে পুন:একীকরণ;
- অপরাধীদের পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মন হতে বিরুপ মনোভাব দূর করে তাদেরকে অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- অপরাধীকে সমাজে উৎপাদনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দান করা;
- সম্ভব হলে অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যে নিয়োজিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- মোটিভেশন, কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে অপরাধ সম্পর্কে অপরাধীকে সচেতন করে তাকে অপরাধ হতে দূরে রাখা;
- সামান্যতম ভুলের জন্য অপরাধীকে ‘দাগী আসামী’ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার হাত হতে রক্ষা করা;
- অপরাধীকে আত্মশুদ্ধি করতে সুযোগ দেওয়া ও সাহায্য করা;
- সমাজে অপরাধের সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়ে আনা;

## ১১.২ আফটার কেয়ার সার্ভিসের উদ্দেশ্য

- মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ;
- প্রয়োজনবোধে কয়েদীদেরকে বিভিন্ন প্রকার কাজে নিয়োজিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ;
- কয়েদীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা;
- প্রয়োজনবোধে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদেরকে এককালীন আর্থিক ঋণ দিয়ে তাদের স্থায়ী আয়ের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া ;
- অপরাধীদের কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ বা অফিসের মধ্যে সংযোগ সাধন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন যে সকল অপরাধী আদালতে জামিন লাভ বা আত্মপক্ষ সমর্থনে সুযোগ হতে বঞ্চিত আছে প্রয়োজনবোধে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা;
- কারাগারের অভ্যন্তরে কয়েদীদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
- শারীরিক ও মানসিক উন্নতিকল্পে খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- কারাগারের অভ্যন্তরে কয়েদীদের জন্য কুঠির শিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- অপরাধ পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধে কাউন্সেলিং ও মোটিভেশনাল বৈঠক আয়োজন ।

## ১১.৩ বিকল্প পন্থার উদ্দেশ্য

- আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে গ্রেফতার বা আটকের পর হতে বিচার কার্যক্রমের যে কোন পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক বিচার কার্যক্রমের পরিবর্তে শিশুর পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, নৃতাত্বিক, মনস্তাত্বিক ও শিক্ষাগত পটভূমি বিবেচনাপূর্বক, বিরোধীয় বিষয় মীমাংসাসহ তার সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে বিকল্প পন্থা (diversion) গ্রহণ করা।

## ১১.৪ বিকল্প পরিচর্যার উদ্দেশ্য

- সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু যাদের বিশেষ সুরক্ষা, যত্ন-পরিচর্যা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন, তাদের পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, নৃতাত্তিক, মনস্তাত্বিক ও শিক্ষাগত পটভূমি বিবেচনাপূর্বক, সার্বিক কল্যাণ ও সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে, বিকল্প পরিচর্যার (alternative care) উদ্যোগ গ্রহণ ;
- শিশুর পিতা-মাতার সহিত পুন:একীকরণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করা;
- মাতা-পিতার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকলে বা অন্য কোন কারণে তারা পৃথকভাবে বসবাস করলে যতদূর সম্ভব শিশুর মতামতকে প্রাধান্য প্রদানপূর্বক মাতা-পিতার মধ্যে যে কোন একজনের সাথে পুন:একীকরণ করা;
- প্রবেশন কর্মকর্তা শিশু এবং তার পরিবারের অভিমত বিবেচনায় নিয়ে বিকল্প পরিচর্যা নির্দিষ্ট বিরতিতে পুনর্বিবেচনা করা;
- নির্দিষ্ট বিরতিতে পুনর্বিবেচনার অংশ হিসেবে প্রবেশন কর্মকর্তা কর্তৃক শিশুর বিকল্প পরিচর্যা নিয়মিত পরিদর্শন করা;
- শিশুর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, জীবিকা অর্জনের উপায় নির্ধারণ এবং মাতা পিতার সহিত পুন:একীকরণের লক্ষ্যে কাউন্সেলিংসহ যথাযথ ও যুক্তিসঙ্গাত পদক্ষেপ গ্রহণ।

## ১১.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম:

- ৬৪টি জেলা এবং মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত ৬টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল) সর্বমোট-৭০টি ইউনিটে প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৬০ অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মঞ্জুরীকৃত প্রবেশনারের সংখ্যা: ৩৬৫৯ জন
- মঞ্জুরকৃত প্রবেশনারদের আত্মশুদ্ধি, সামাজিক ও মনস্তাত্বিক উন্নয়ন এবং সমাজে পুনএকীকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত মোটিভেশন, কাউন্সেলিং ও ফলোআপের মাধ্যমে প্রবেশনারদের সংশোধন ও তাদের অব্যাহতি প্রদানের জন্য আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অব্যাহতি/মুক্তিপ্রাপ্ত প্রবেশনারের সংখ্যা ৮৩৩ জন
- শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী

২০২১-২০২২ অর্থবছরে থানা এবং কোর্ট থেকে ডাইভারশন প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা ১০৩৩ জন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ডাইভারশন মেয়াদ শেষে অব্যাহতি প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা ৭৪৪ জন।

## ১১.৬ অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির মাধ্যমে:

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কারাগার অভ্যন্তরে পরিচালিত বিভিন্ন ট্রেডের মাধ্যমে উপকৃত পুরুষ ও নারী কয়েদির সংখ্যা-৪,১৯২ জন।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আফটার কেয়ারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও কারামুক্ত নারী ও পুরুষ পুনর্বাসন সংখ্যা-৩,৪৮৭ জন।
- ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে জামিনে মুক্ত ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ১০৩৮ জন শিশুকে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত মনিটরিং, ফলোআপ, শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানে অন্তভুর্ক্ত করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম জোরদারকরণে জেলা পর্যায়ে প্রবেশন কার্যালয়সমূহে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ/সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

## ১২.০ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন, বেসরকারি এতিমখানার নিবন্ধন, কার্যকরী কমিটি অনুমোদন, গঠনতন্ত্র অনুমোদন/সংশোধন, কার্যএলাকা সম্প্রসারণ/অনুমোদন, জনসেবামূলক কাজে তাদের উৎসাহ দেয়া এবং প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা করা। সংস্থাসমূহ মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে কাজ করে থাকে। ১৫(পনেরো) টি ক্যাটাগরিতে নিবন্ধন দেয়া হয়। তার মধ্যে নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হতে জনগণকে বিরত রাখা, সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কারামুক্ত কয়েদিদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ, সামাজিক কল্যাণ কার্যে প্রশিক্ষণ এবং সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

### ১২.১ ২০২১-২২ অর্থবছরে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম:

- ২০২১-২২ অর্থবছরে অধিদফতরাধীন বিভিন্ন জেলার মাধ্যমে ৪৭৬টি সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে নিবন্ধন ফি ও ভ্যাট বাবদ রাজস্ব আদায় ২৭ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এমন ১৩০টি সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৯টি সংস্থাকে একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য সম্প্রসারণ আদেশ দেয়া হয়।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং জোরদারকরণের নিমিত্ত বিভিন্ন জেলায় ৯৫ টি সংস্থা পরিদর্শন করা হয়।

## ১৩.০ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

| প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদ | উদ্যোগী সংস্থা/এজেন্সীর নাম | মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ | ৩(তিন) মাস, ৬(ছয়) মাস ৩৬০ ঘন্টার বেসিক ট্রেড কোর্স, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড (বাকাশিবো) কর্তৃক অনুমোদিত | সমাজসেবা অধিদফতরাধীন শহর সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত ৮০ টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | এই কার্যক্রমের শুরু থেকে এই পর্যন্ত প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা ৩,১৪,৯০৫ জন।<br>শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতাধীন এতিম প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩,১৪৯ জন। |

- ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১,৯৪,৭৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নিজস্ব কারিকুলাম অনুযায়ী।
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে বোর্ডের কারিকুলাম অনুযায়ী এ পর্যন্ত ১২ টি সেশনে মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১,২০,১৭২ জন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুরু থেকে এই পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩,১৪,৯০৫ জন।
- এটুআই প্রকল্পের মাধ্যমে কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার ১০০০ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) কর্তৃক নিবন্ধনের জন্য ৮০ টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের চাহিত যাবতীয় কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৭ টি কেন্দ্র NSDA কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে। অন্য কেন্দ্রগুলোর নিবন্ধনের কাজ এনএসডিএ (NSDA) তে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সকল সরকারি দপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে একই প্লাটফর্মে আনয়নের অংশ হিসেবে ICT বিভাগের a2i প্রকল্প কর্তৃক dss.nise.gov.bd প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সফটওয়্যার এর কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৯/০২/২০২২ তারিখে সফটওয়্যারটির ডেমো টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাঠ পযায়ের সংশ্লিষ্ট কাযালয় ও সদর কাযালয়ের ৩৩০জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে ১১টি ব্যাচে বর্ণিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার dss.nise.gov.bd এর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) প্রদান করা হয়।

## ১৪.০ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৬৩ সালের ১ মার্চ ‘চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার’ নামে ইউনিসেফের সহযোগিতায় সমাজকল্যাণ একাডেমির সূচনা। পরবর্তীতে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭খ্রি. সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরকারিভাবে ‘সমাজকল্যাণ আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র’ নামক প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে ‘জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি’তে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী “জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি’র নাম পরিবর্তন করে ‘জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি’ হিসেবে নামকরণ হয়। ১৯৮৪ সালে এটি একটি স্থায়ী রাজস্ব খাতের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৯৫-৯৬ সালে গৃহীত ‘সমাজকল্যাণ কমপ্লেক্স’ নামে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির জন্য পৃথকভাবে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। ঢাকার আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলানগরে নির্মিত সমাজসেবা ভবন চত্বরে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির নতুন নির্মিত ভবনে এর কার্যক্রম শুরু হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ভবন এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পেশাদার প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে একাডেমিতে একই সাথে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী বসার জন্য দুটি প্রশিক্ষণকক্ষ, লাইব্রেরি, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। একাডেমি ভবনে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বর্তমানে স্থায়ী কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই যা থাকা একান্ত অপরিহার্য। তবে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ‘সিডা’ কানাডা এবং মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় অস্থায়ীভাবে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলাস্থ ১৬ টি কক্ষে ৫৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

### ১৪.১ রুপকল্প

দেশপ্রেমিক, যোগ্য, দক্ষ, মেধাবী, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উদ্যোগী পেশাজীবী সমাজকর্মী প্রস্তুতির ক্ষেত্রে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি দেশের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

### ১৪.২ অভিলক্ষ্য

কার্যকর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় চাহিদানুসারে দক্ষ, যোগ্য, সক্ষম, উদ্যোগী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পেশাজীবী সমাজকর্মী গড়ে তোলা।

## ১৪.৩ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মূল্যবোধ

- শৃঙ্খলা
- সততা
- ন্যায়পরায়ণতা
- পেশাদারিত্ব
- শুদ্ধাচার
- ইনোভেশন বা উদ্ভাবন
- অংশীদারিত্ব
- ফলাফলভিত্তিক প্রশিক্ষণ

## ১৪.৪ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৬ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে (১) Digital office management on ICT (২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (৩) প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও শিশু সুরক্ষা (৪) পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন (৫) দারিদ্র" বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (৬) অফিস ব্যবস্থাপনা (৭) অন্ধ ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ (ব্রেইল) (৮) বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৯) শুদ্ধাচার (১০) ই-নথি ইত্যাদি শিরোনামে কোর্সের মাধ্যমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৪.৫ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিবরণ:

| ক্রমিক | প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম |
|---|---|
| ১. | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা |
| ২. | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম |
| ৩. | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী |
| ৪. | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা |
| ৫. | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট |
| ৬. | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল |

১৪.৬ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার নিমিত্তে ১৯৭৩ সালে দুটি আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। ঢাকার মিরপুর ও রংপুরের শালবনে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র দুটিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মহিলাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণপূর্বক জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য।

## ১৫.০ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সরকারি শিশু পরিবারসহ শিশু সুরক্ষার আওতায় পরিচালিত আবাসিক প্রতিষ্ঠানের শিশু নিবাসিদের মাথাপিছু মাসিক বরাদ্দ ৩৫০০ টাকা থেকে ৪০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়।

## ১৫.১ সরকারী শিশু পরিবার

পিতৃমাতৃহীন বা পিতৃহীন এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারি শিশু পরিবার পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকার তাদের পূর্ববর্তী শাসন আমলে অর্থাৎ ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণের পর নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গিকার হিসেবে সমাজের এতিম ও দুস্থ শিশুদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নরুপ কাজগুলি নিরলসভাবে করে যাচ্ছে।

- শিশু পরিবারে ভর্তির পর থেকে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এতিম শিশুদের স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-যত্নের সাথে লালন-পালন,
- ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- নিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা
- ধর্মীয়, নৈতিক ও আচার-আচরণগত শিক্ষা প্রদান;
- সাধারণ ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান;
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিবাসীদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষ সাধন ;
- পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- বিনোদনমূলক , সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড পরিচালনা;
- আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা।
- সিভিল সার্জন বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে আবেদনকারী এতিম শিশুর বয়স ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা যাচাই;
- ভর্তি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন
- বিনামূল্যে এতিম শিশু ভর্তি;
- শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে পুনর্বাসন
- শিশুর পুনর্বাসনে আর্থিক ভাবে, চাকুরী প্রদানের মাধ্যমে বা তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করা;
- শিশুদের প্রতি সহমর্মি আচরণ করা;
- শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে যে কোন ধরণের সহযোগিতা।

## ১৫.২ মেধাবৃত্তি চালু করণ

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবারসহ সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে এতিম, দু:স্থ, অসহায় ও প্রতিবন্ধী মেধাবী শিশু, যারা দেশের অভ্যন্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত আছে। এসব মেধাবী নিবাসিদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে মেধাবৃত্তি চালু করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ) মাসিক ১০০০ টাকা এবং উচ্চতর (ডিগ্রী/অনার্স ও মাস্টার্স) মাসিক ২৫০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

## ১৫.৩ ছোটমণি নিবাস

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিত্যক্ত, ঠিকানাহীন, দাবীদারহীন ও পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত এবং ০-৭ বছর বয়স পর্যন্ত বিপন্ন শিশুদের গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগসহ লালন পালনের জন্য ১৯৬২ সনে ঢাকার আজিমপুরে ১টি ছোটমণি নিবাস স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা ও বরিশাল এ ৫টি বিভাগে ৫টি ছোটমণি নিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিত্যক্ত নবজাতক শিশু, পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত শিশু, বিপন্ন শিশু, দাবীদারহীন এবং ও পরিচয়হীন শিশু থানায় জিডিকরণের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে এ সকল শিশুকে অধিদপ্তর পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবার কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরপূর্বক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬০০।

### সেবাসমূহ

- পরিত্যক্ত ও দাবীদারহীন শিশু উদ্ধার ;
- থানায় সাধারণ ডাইরী;
- কেন্দ্রে গ্রহণ, সরাসরি ভর্তি ও নিবন্ধন;
- লালন পালনের পূর্ণ দায়দায়িত্ব এবং অভিভাবকত্ব গ্রহণ;
- মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;
- শিশুদের সরকারি খরচে আবাসন, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থাকরণ;
- ৭ বছর বয়সের পর সরকারি শিশু পরিবারে স্থানান্তর।

## ১৫.৪ দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র

স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মা'র সন্তানদের কর্মকালীন রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক সামাজিকীকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৬২ সনে ঢাকার আজিমপুরে ৫০ আসনবিশিষ্ট দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয় । এ কেন্দ্রের শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি মানসিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের শিশু কল্যাণমূলক কর্মসূচির মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ প্রতিষ্ঠানে শিশু ভর্তির জন্য অভিভাবকদের কাছ থেকে কোনো প্রকার অর্থ নেওয়া হয় না। নিবাসীদের ভরণপোষণ (খাদ্য, পোষাক, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী) বাবদ মাথাপিছু ১,২৫০ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ কেন্দ্রে বর্তমানে ৫০ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিনই খোলা থাকে। আসন খালি থাকা সাপেক্ষে যে কোনো সময় সরাসরি ভর্তি করা হয়। কর্মজীবী মায়েরা শিশুদের এ প্রতিষ্ঠানে রেখে তাদের কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন।

### সেবাসমূহ

- ৪-৮ বছর বয়সের শিশুদের সকাল ৮-০০ থেকে বিকাল ৫-০০ টা পর্যন্ত দিবাকালীন সেবাদান;
- শিশুদের প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন সকাল ও বিকালের নাস্তাসহ দুপুরের খাবার সরবরাহ;
- শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, খেলাধুলা ও বিনোদন;

- প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন প্রতিষ্ঠানের পোষাক পরিধান;
- দুপুরে শিশুদের ঘুমানোর ব্যবস্থা;
- শিশুদের নিরাপত্তা বিধানসহ মাতৃস্নেহে লালন পালন।

## ১৫.৫ দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র:

দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল ও দুঃস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য উপায়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৮১ সনে প্রথম গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে বালকদের জন্য ১টি দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সনে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বালকদের জন্য আরও ১টি এবং ১৯৯৭ সনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় বালিকাদের জন্য শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ ৩টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৭৫০।

**সেবাসমূহ:**

- দরিদ্র এবং পিতৃমাতৃহীন শিশুকে লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শিশুদের সামাজিকীকরণ, চিত্তবিনোদন, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ;

দায়িত্বশীল ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং ধর্মীয় রীতিনীতি ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান।

## ১৫.৬ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র

বিচার প্রক্রিয়ায় আটকাদেশ প্রাপ্ত শিশু আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশু (এমন কোনো শিশু, যে দন্ড বিধির ধারা ৮২ ও ৮৩ এ বিধান সাপেক্ষে, বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অথবা বিচারে দোষী সাব্যস্ত) এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু (এমন কোনো শিশু, যে বিদ্যমান কোনো আইনের অধীনে কোনো অপরাধের শিকার বা সাক্ষী) এবং বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন, সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশু আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫৯ অনুসারে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) আগত ও অবস্থানরত শিশুদের আবাসন, সংশোধন, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা রয়েছে। এ সব শিশুকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গাজীপুরের টঙ্গীতে ১৯৭৮ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), কোণাবাড়ীতে ২০০২ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) এবং যশোরের পুলেরহাটে ১৯৯২ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) স্থাপিত হয়। নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে আইনের সংস্পর্শে আসা ও আইনের সাথে সংঘষে জড়িত শিশুদের উপযুক্ত কেসওয়ার্ক, কেস ম্যানেজমেন্ট, গাইডেন্স, কাউন্সেলিং, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ডাইভারশন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের মানসিকতার উন্নয়নপূর্বক সমাজে পুনর্বাসন ও পুনঃএকীকৃত করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত এ ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা)'র অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬০০।

**সেবাসমূহ:**

- বিভিন্ন থানায়/কারাগারে আটককৃত শিশুদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সহায়তা;
- বিভিন্ন কারাগারে আটক শিশুকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানান্তর;
- শিশু আদালত কর্তৃক প্রেরিত শিশুকে গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান;

- ভরণপোষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন;
- কাউন্সিলিংএর মাধ্যমে মানসিকতার উন্নয়ন;
- পরিচয়হীন শিশুর আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করা ও সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা;
- ফলোআপ করা।

## ১৫.৭ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বেসরকারী এতিমখানা

**জীবনচক্রের ধাপ:** ৬ বছর বয়স থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত ।

**ক্লাস্টার:** শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়ন ।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের জনগণ অবহেলিত দুঃস্থ এতিম শিশুদের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের সকল ধর্মীয় মতাবলম্বী জনগনেরই এতিম শিশুদের লালনপালনের জন্য বেসরকারিভাবে এতিমখানা পরিচালিত হয়ে আসছে। বেসরকারি এসকল এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে সহযোগীতা প্রদান করা হয়। বেসরকারিভাবে এতিমখানাসমূহ প্রথমতঃ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ অনুযায়ী নিবন্ধন প্রদান এবং পরবর্তীতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানাসমূহের শিশুদের প্রতিপালন, চিকিৎসা এবং শিক্ষা প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়, যা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট নামে পরিচিত। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩ হাজার ৯ শত ২৮ টি বেসরকারি এতিমখানার ৯৬ হাজার ৬ শত ৭৬ জন এতিম শিশুকে ২৩২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে প্রদান করা হয়। দরিদ্র এতিম শিশুদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিনত করাই ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। বেসরকারি এতিমখানায় নূন্যতম ১০ জন এতিম অবস্থানকারী প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০% এতিমের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্টের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে।

## ১৫.৮ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক (আইডিএ ক্রেডিট) সহায়তায় ২০০৯ সাল হতে Disability and Children At Risk (DCAR) Project গ্রহণ করে। Disability and Children At Risk (DCAR) প্রকল্পের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন Disability (PSODPB) বিষয়ক এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (SCAR) বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। SCAR প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ঝুঁকিতে থাকা লক্ষ্যভুক্ত শিশুদের সুরক্ষাকল্পে তাৎক্ষণিক আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে পরিবার/নিকট আত্মীয়/বর্ধিত পরিবার/অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন করা হয়।

### কর্ম এলাকা

গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরগুনা, কক্সবাজার, জামালপুর ও শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পরিচালিত ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র'র মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত বিপন্ন শিশুদের সেবা প্রদান করে পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হয়।

## ১৬.০ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

### ১৬.১ সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র

- পুলিশ কর্তৃক ভবঘুরে গ্রেফতার/নিরাশ্রয় ব্যক্তির আবেদন;
- বিশেষ আদালতের ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভবঘুরে/নিরাশ্রয় হিসেবে ঘোষণা বা মুক্তি;
- অভ্যর্থনা কেন্দ্রে ভবঘুরে/নিরাশ্রয় ব্যক্তি হিসেবে নাম রেজিস্ট্রিকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর;
- ভবঘুরে ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান;
- ভরণপোষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন;
- কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মানসিক তার উন্নয়ন;
- স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- ভবঘুরে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করা;
- সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- ফলোআপ;

### ১৬.২ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

- যৌনাচারে নিয়োজিত যাদের বয়স ১৮ বছরের উর্ধ্বে নয় তাদেরকে বিদ্যমান শিশু আইন, ২০১৩; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় (ব্যক্তি) পুনর্বাসন আইন, ২০১১ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মোতাবেক বিভিন্ন যৌনপল্লী ও অন্যান্য স্থান থেকে উদ্ধার।
- উদ্ধারকৃত কিশোরী ও কন্যা শিশুর নাম নিবন্ধনপূর্বক ০৬ বিভাগে অবস্থিত ০৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা।
- উদ্ধারকৃতদের নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা প্রদান।
- নিবিড় কাউন্সেলিং ও মনিটরিং এর মাধ্যমে নিবাসীদের মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং অবৈধ যৌনাচারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি ।
- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন ও বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।
- কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান, বিবাহ কিংবা প্রকৃত অভিভাবক, নিকট আত্মীয় অথবা অন্য কোন বৈধ অভিভাবকের নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক ও কেইস ওয়ার্কারের সুপারিশ এবং কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে তাদেরকে বৈধ অভিভাবকের হেফাজতে মুক্তি প্রদান।

### ১৬.৩ মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম):

মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের বহুমুখী সমস্যার মধ্যে বিচারকালীন তাদের নিরাপদ হেফাজতে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জনগোষ্ঠীর এ অংশের জীবন প্রতিকূল ও বিচারকালীন ছাড়াও পারিবারিক সমস্যা,

সামাজিক পরিস্থিতি ও নানাবিধ কারণে মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের জেল, হাজত বা নিরাপদ হেফাজতে থাকতে বাধ্য হতে হয়। জেল বা হাজতের বিরূপ পরিবেশের কারণে এদের অনেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সরকার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এ অবস্থা নিরসনের জন্য সাধারণ জেলখানার বাইরে ভিন্ন পরিবেশে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সিলেট ও বরিশাল জেলায় ১ জুলাই, ২০০২ থেকে হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাতে (বাগেরহাট) নিরাপত্তা হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। মোট ৬টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০০।

**সেবাসমূহ:**

- নিরাপদ আশ্রয় প্রদান;
- বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদন;
- কেসওয়ার্ক এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং তাদের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন;
- নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক কোর্ট'এ হাজির করা এবং কোর্ট থেকে কেন্দ্রে ফেরত আনা;
- দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সম্ভাব্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
- কেন্দ্রে অবস্থানরত মহিলা ও শিশু হেফাজতীদের মানবাধিকার সমুন্নত রাখা।

## ১৭.০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচি

### ১৭.১ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র

এ দেশের দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ প্রতিবন্ধী। এদের শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ১৯৫৬ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান শিল্পমন্ত্রী থাকাকালিন সময়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন দার্শনিক, সমাজ সেবক, লেখক জনাব হেলেন কেলার-কে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। সেই থেকে বাংলাদেশে সমাজ সেবার পথচলা। ১৯৬২ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তর শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (পি,এইচ,টি,সি সেন্টার) শহীদ আসাদ গেইট, ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৮৭ সালে শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র শহীদ আসাদ গেইট, ঢাকার কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে নরওয়ের ৩ (তিন) টি স্বেচছাসেবী সংগঠন যথা:

(১) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব দ্যা ব্লাইন্ড এন্ড পার্শ্বিয়েলী সাইটেড,

(২) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব দ্যা ডেফ ও

(৩) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা মেন্টালী রিটার্ডেড

এর আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সনমুখসহ দক্ষিণ পশ্চিম কোণের জায়গার পরিবর্তে ঢাকার মিরপুরসহ-১৪ নম্বর সেকশনে ৬.০০(ছয়) একর জমির উপর ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সমাজসেবা অধিদফতরাধীন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দক্ষিণ এশিয়ার মডেল ইনস্টিটিউট হিসেবে বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।

**মূল উদ্দেশ্য**

এদেশের দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠির এক বিরাট অংশ হচ্ছে প্রতিবন্ধী । এদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টি, বিশেষ শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও বিতরণসহ সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তা প্রদান করে সমাজের মূল স্রোত ধারায় একীভূত করা এ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য।

## ১৭.২ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান: অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুদের ন্যায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার রউফাবাদে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ২০০০ সন থেকে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ১২৫, তম্মধ্যে আবাসিক ৭৫ এবং অনাবাসিক ৫০।

## ১৭.৩ সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

১৯৮১ সালে বরিশালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ১টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, বরিশাল, আসন সংখ্যা-১১০ জন।

## ১৭.৪ সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় :

১৯৬৫ সালে ফরিদপুর, চাঁদপুর ও সিলেটে ১টি করে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ঝিনাইদহ ও চাঁদপুর জেলায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আরও সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে পরিচালিত ৪টি সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় আসন সংখ্যা ৪০০টি। প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরে বিদ্যালয়ে এস এস সি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

## ১৭.৫ পি,এইচ,টি, সেন্টার

দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৬২ সালে পি,এইচ,টি,সেন্টার (Physicaly Handicapped Training Centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতে¨কটি সেন্টারে পি,এইচ,টি,সেন্টারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টিসহ মোট ২টি বিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে পরিচালিত ৪টি পি,এইচ,টি,সেন্টার বিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা ৫৮০টি। প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরে বিদ্যালয়ে এস এস সি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

## ১৭.৬ সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম

১৯৭৪ সনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় । দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ, তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির পরিবর্তে স্থানীয় বিদ্যালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পড়াশুনা এবং নিজস্ব পরিবেশ ও অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করতে পারা, সর্বোপরি তাদেরকে মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করার (Inclusion) উদ্দেশ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিটিতে ১০টি আসন এবং মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬৪০টি।

## ১৭.৭ জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন কেন্দ্র (টি,আর,সি,বি)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সনে ইআরসিপিএইচ এর অভ্যন্তরে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়। আবাসিক সুবিধাসম্পন্ন এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ট্রেড'এ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫০টি।

## ১৭.৮ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ)

১৯৭৮ সনে বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন ধরনের কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৮৫।

**সেবাসমূহ :**

- আবাসন, ভরণপোষণ, চিকিৎসা সেবা খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ধরন উপযোগী স্বল্পমেয়াদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রশিক্ষণ :
- প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন; পদ খালি সাপেক্ষে কেন্দ্রে চাকরি প্রদান; এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা।

## ১৭.৯ ব্রেইল প্রেস

ব্রেইল প্রেস দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ) টঙ্গী, গাজীপুরে একটি ব্রেইল প্রেস রয়েছে এ প্রেস'এর মাধ্যমে মুদ্রিত পুস্তকসমূহ বিনামূল্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহে সরবরাহ করা হয়।

## ১৭.১০ কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র

(ইআরসিপিএইচ) টঙ্গী, গাজীপুরের অভ্যন্তরে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। এ কেন্দ্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কৃত্রিম পা, ক্র্যাচ, ব্রেইল স্টিক এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শ্রবণ শক্তি পরিমাপসহ হিয়ারিং এইড ও ইয়ার মোল্ড তৈরি হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের গ্রুপ হিয়ারিং এইড শ্রেণি কক্ষে প্রয়োজনীয় সার্ভিস ও মেরামত সুবিধা এ কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয় । উৎপাদিত কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে/হ্রাসমূল্যে সরবরাহ করা হয়।

### ১৭.১১ এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সমাজসেবা অধিদপ্তর সারাদেশের প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। প্রতিবন্ধীরা যুগোপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের সুযোগ পেলে তারা সমাজ বা পরিবারের বোঝা ও করুণার পাত্র না হয়ে নিজেরাই স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের আধুনিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে চাকুরী ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে দেশের শিবচর, মাদারীপুর এবং দাউদকান্দি, কুমিল্লা প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য ০২ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে আসন সংখ্যা ১০০ জন ।

সেবার বিবরণঃ

- বিশেষ পদ্ধতিতে মানসিক প্রতিবন্ধীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ফিজিওথেরাপী, স্পীচথেরাপী ও সাইকোথেরাপী প্রদান;
- শিশুদের আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসা সেবা;
- খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

## ১৮.০ অন্যান্য কার্যক্রম

### ১৮.১ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন দিবস উদযাপন:

- ১৫ আগস্ট ২০২১ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- ০১ অক্টোবর ৩১তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন ও দিবস উপলক্ষে পোষ্টার এবং লিফলেট ছাপানোপূর্বক সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল ইউনিটসমূহে প্রেরণের জন্য ৬৪ জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৮ অক্টোবর ২০২১ “শেখ রাসেল দিবস” যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তরের “মধুমতি মিলনায়তন” (নীচ তলা) আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত আবাসিক প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- ০২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২২ “মুজিব বর্ষের সফলতা, ঘরেই পাবেন সকল ভাতা” প্রতিপাদ্যকে সামনে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। দিবস উপলক্ষে মূদ্রণকৃত পোস্টার, ব্রোশিয়র, লিফলেট এবং ক্যালেন্ডার মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ০২ এপ্রিল ২০২২ তারিখ ১৫ তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখ দিবাগত রাত থেকে ০২ (দুই) দিন ব্যাপী রাতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে নীলবাতি প্রজ্জলন করা হয়েছে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন ও দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক সমাজকল্যাণে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক অবদান (১৯৭২-১৯৭৫) "মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু" স্মরণিকা প্রকাশ ও মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে বিতরণ করা হয়েছে।

### ১৮.২ তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক অগ্রগতি:

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য ভান্ডার (Disability Information System): ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে Disability Information System অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সন্নিবেশের কাজ চলমান রয়েছে।
- Management Information System (MIS): সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়েববেজ্‌ড Management Information System (MIS) এ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগী ব্যক্তির তথ্য সন্নিবেশের কাজ চলমান রয়েছে।
- Financial Aid Management System (FAMS) : Financial Aid Management System (FAMS) সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তার জন্য অনলাইনে আবেদন করা যায়। অনলাইন আবেদন লিঙ্ক www.welfaregrant.gov.bd।
- a2i এর সহযোগিতায় ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম Micro Credit Monitoring System (MCMS) সফটওয়্যার এর কাজ চলমান রয়েছে।
- সকল সরকারি দপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে একই প্লাটফর্মে আনয়নের অংশ হিসেবে ICT বিভাগের a2i প্রকল্প কর্তৃক dss.nise.gov.bd প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সফটওয়্যার এর কাজ চলমান রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের সকল কার্যালয়সমূহকে একটি নেটওয়ার্কের আওতাভূক্ত করে জনবলের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উপকারভোগীদের সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Human Resources Management Software of Department of Social Services (HRM) সফটওয়্যার প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। সদর কার্যালয়সহ ৮ বিভাগে মোট ১০৫০ জন কর্মকর্তাকে সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সফটওয়্যারটির ওয়েবসাইট লিঙ্ক hrmdss.gov.bd।
- "নিবন্ধিত সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার কর্মএলাকা সম্প্রসারণ অনুমোদন" শীর্ষক একটি সেবা সহজীকরণ করা হয়েছে।
- ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেম: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে মাইলফলক ই-ফাইলিং। বর্তমান সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়সহ সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও অন্যান্য ইউনিট অফিসসমূহ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাফতরিক কাজ সম্পন্ন করছে ।
- সমাজসেবা অধিদফতরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বর্তমানে মাঠপর্যায়ের ১০৩২টি কার্যালয়ের বাজেট চাহিদা নিরূপণ এবং আগামী ০৩ বছরের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নির্ণয়ের কাজটি বর্তমানে 'ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেণ্ট সিস্টেম"(fms.dss.gov.bd) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।

- Child Helpline-1098: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এ কলকরণ এবং সেন্টার এজেন্টের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার ইত্যাদি শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে সার্বক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এ কল গ্রহণের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৭৫৭।
- সমাজসেবা অধিদফতরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ ১০টি ব্যাচে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অভিযোগ প্রতিকার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক ২০টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম বিকাশের লক্ষ্যে "উদ্ভাবনী ধারনা, সেবা সহজীকরণ এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়ন" শীর্ষক ০৪ টি সেমিনার ও ৫ টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরের সেবাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে ০৩ টি গণশুনানী আয়োজন করা হয়েছে।

### ১৮.৩ অধিদফতরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, সচেতনতা তৈরি, প্রচার ও প্রকাশনা :

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য ১০ টি টিভিসি (প্রতিটি ১ মিনিট) যথা- সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধিতা/অটিজম কার্যক্রম, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত টিভিসি প্রস্তুতপূর্বক ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে।
- বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদফতরের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্বলিত লিফলেট, ব্রোশিওর, পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ।
- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় G2P পদ্ধতিতে ভাতাভোগীদের ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে হিসাব খোলায় উদ্বুদ্ধ করতে ০৬টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে অন এয়ার ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। এছাড়াও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টিভি স্ক্রলসহ টেলিভিশন, বেতারে প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণ করা হয়। ভাতাভোগীদের, উদ্বুদ্ধকরণ, ভোগান্তি নিরসন ও সতর্কতামূলক গণবিজ্ঞপ্তি ০৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে।
- G2P পদ্ধতিতে ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে ভাতাভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপি মাইকিং ও অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা করা হয়েছে।
- ইউটিউবে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সরকারি সেবা কার্যক্রমের ভিডিও আপলোড।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের প্রচার-প্রচারণা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টিভি স্ক্রলসহ টেলিভিশন, বেতারে প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণ করা হয়।

**১৮.৪ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত "মুজিববর্ষ" এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি:**

**১. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এর আওতা বৃদ্ধিকরণ:**

দেশের ১৫০ টি দারিদ্র্যপ্রবণ উপজেলার ভাতা পাওয়ার যোগ্য শতভাগ প্রবীণ ব্যক্তি এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

**২. সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ এর বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ:**

মুজিববর্ষ উপলক্ষে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের বরাদ্দের পরিমাণ ৭৫.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

**৩. বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন:**

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া ও জনগণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠার জন্য সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়সহ মোট ১০৩২ টি কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়।

**৪. বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ব্রেইলবুক) প্রকাশনা উৎসব:**

জাতির পিতার জীবন ও আদর্শ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে লালনের প্রয়াসে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ব্রেইলবুক) প্রকাশনা উৎসবের জন্য ১০০ সেট আত্মজীবনী (১ সেট আত্মজীবনী ৬ কপি হিসেবে মোট ৬০০ কপি) ব্রেইল বই মুদ্রণ সম্পন্ন হয় যার মোড়ক উন্মোচন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

**৫. বঙ্গবন্ধু স্মরণে বঙ্গবন্ধু কুইজ/রচনা/সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা:**

শিশুদের মাঝে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক জেলা পর্যায়ে রচনা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

**৬. জরিপকৃত সকল প্রতিবন্ধীকে ভাতা প্রদান:**

মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জরিপকৃত সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পর্যায়ক্রমে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হয়।

**১৩. স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা নারীগণের ডাটাবেইজ প্রণয়ন:**

মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেশের ভাতাপ্রাপ্ত সকল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয় যা MIS সফটওয়্যারে সন্নিবেশিত আছে। এছাড়া ও কর্মক্ষম বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও স্বাবলম্বীকরণে গ্রাজুয়েশন স্কীম কার্যক্রম গ্রহণের জন্যে প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

**১৪. সমাজসেবা অধিদফতরের সকল ভাতা ই-পেমেন্ট (G2P) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন:**

মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে চলতি অর্থবছরেই বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা ও অসচ্ছল প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় সকল ভাতাভোগীর ভাতার অর্থ G2P পদ্ধতিতে বিতরণ করা হয়।

**১৫. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে কোরআন খতম:**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আগামী ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ৩১ মার্চ ২০২২ এর মধ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন সকল ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বেসরকারী এতিমখানা ও সরকারি শিশু পরিবারের এতিম নিবাসীদের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫০০ বার কোরআন খতম করা হয়।

## ১৯.০ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি

### ১৯.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

| প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বছরে আরএডিপি'তে মোট বরাদ্দ কোটি টাকায়) | প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়) ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার | প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ৫২ | ৪৩৭.৯৭ (আরএডিপি) | ৩৯৩.১০৮৩৮<br>৮৯.৭৬% | ০৩ (তিন) |

### ১৯.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

| শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা | প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা | প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ৮টি | ১। হাজী নওয়াব আলী খান এতিমখানার উন্নয়ন (সংশোধিত)<br>২। লালমনিরহাট জেলার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন<br>৩। ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন উপজেলার দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ<br>৪। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি (সংশোধিত)<br>৫। সমাজসেবা অধিদফতরের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার<br>৬। আনন্দপুর আলহাজ্ব আহম্মদ উল্লাহ- সালেহ আহমেদ কমিউনিটি হাসপাতাল ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন<br>৭। মাগুরা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন<br>৮। জালালাউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি ভিত্তিক মা, শিশু ও ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ<br>৯। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (সংশোধিত)<br>১০। দুস্থ ছেলে-মেয়েদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে পেশাভিত্তিক কম্পিউটার/ আইটি প্রশিক্ষণ<br>১১। অনগ্রসর ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন | প্রযোজ্য নয় | ১. জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স ভবন<br>২। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আবাসিক ভবন<br>৩। এতিমখানা ভবন<br>৪। হাসপাতাল ভবন |

| শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা | প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা | প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা | প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| | ১২। অবহেলিত, বিধবা, দুস্থ, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান | | |

**১৯.৩ অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে (২০২১-২২) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে (২০২১-২২) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি):**

| ক্রম | অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ | ২০২১-২২ বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-২২ লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়) | লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১. | ৬৪ জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়, ২২টি জেলায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১৭- জুন/২৩) | ৮১৩১.০০ | ৮১১.৭৯৯ | ৮১৩১.০০ | ৯৯.৭৬% |
| ২. | সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমণি নিবাস নির্মাণ/পুন:নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ - জুন/২৩) | ৩৪০৮.০০ | ৩৩৫৪.২৭ | ৩৪০৮.০০ | ৯৮.৪২% |
| ৩. | দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ, কোনাবাড়ি, গাজীপুর (জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩) | ২০০.০০ | ৩৯.৮০২ | ২০০.০০ | ১৯.৯০% |
| ৪. | ০৮টি সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তি নিবাস স্থাপন (জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন, ২০২৪)(প্রাক্কলিত ব্যয় - ৭৩৯৮.৯১ লক্ষ টাকা) | ৫৮৪.০০ | ৫৪৬৭৭৩ | ৫৮৪.০০ | ৯৩.৬৩% |
| ৫. | হাজী নওয়াব আলী খান এতিমখানা উন্নয়ন (সংশোধিত)(জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১) (প্রাক্কলিত ব্যয়- ১৯৭১.৬৪ লক্ষ টাকা) | ১.০০ | ০.০০ | ১.০০ | - |
| ৬. | আনন্দপুর আলহাজ আহম্মদ উল্লাহ-সালেহ আহমেদ কমিউনিটি হাসপাতাল ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন (মে ২০১৮ হতে জুন ২০২২) (প্রাক্কলিত ব্যয় -৪৮৬১.৯৭ লক্ষ টাকা) | ১১১২.০০ | ১১১১.৯৫৭ | ১১১২.০০ | ৯৯.৯৯% |
| ৭. | জাহাঙ্গীরাবাদ সেনানিবাস, বগুড়া এ প্রয়াস এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০২২) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর/২০২২) (প্রাক্কলিত ব্যয় -৪৪৭৩.৪৩ লক্ষ টাকা) | ১০৮২.০০ | ৭২৪.৮৮৩ | ১০৮২.০০ | ৬৬.৯৯% |
| ৮. | মাগুড়া ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/১৭- জুন/২২) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর/২২) (প্রাক্কলিত ব্যয় -২৪৯৭.১৭ লক্ষ টাকা) | ৬৪৯.০০ | ৬৩৪.৬৮৩ | ৬৪৯.০০ | ৯৭.৮০% |
| ৯. | এস্টাবলিশমেন্ট অব জালালউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি বেইজড ডেসটিটিউট মাদার, চাইল্ড এন্ড ডায়াবেটিক হসপিটাল (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২২) | ১০০৫.০০ | ৭৯৯.৪৬৪ | ১০০৫.০০ | ৭৯.৫৫% |

| ক্রম | অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ | **২০২১-২২** বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-**২২** লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়) | লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)(প্রাক্কলিত ব্যয় -২৪৫৪.২১ লক্ষ টাকা) | | | | |
| ১০. | কুমিল্লায় ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২১) (প্রস্তাবিত জুন, ২০২৩)(প্রাক্কলিত ব্যয় -৪৯৩৪.৪০ লক্ষ টাকা) | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ৪০০.০০ | ১০০% |
| ১১. | সুনামগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২) প্রাক্কলিত ব্যয় -১৯৪৮.০৫ লক্ষ টাকা | ৫৩৫.০০ | ৫৩৫.০০ | ৫৩৫.০০ | ১০০% |
| ১২. | করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই,২০১৮ - জুন, ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয় -৪৪২৪.০০ লক্ষ টাকা | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ৮০০.০০ | ১০০% |
| ১৩. | ৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাপাঁইনবাবগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২২) (প্রাক্কলিত ব্যয় -২৮০৬.৭০ লক্ষ টাকা) | ১২০১.০০ | ১১৯৭.৫৯৩ | ১২০১.০০ | ৯৯.৭২% |
| ১৪. | এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, রাজশাহী (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন/২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয় -৪৭৯৯.৮৯ লক্ষ টাকা | ৩১৭.০০ | ৩১৭.০০ | ৩১৭.০০ | ১০০% |
| ১৫. | মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (ডিসেম্বর, ২০১৮- নভেম্বর, ২০২২) প্রাক্কলিত ব্যয়- ২১৫৩.৩১ লক্ষ টাকা | ৩৫০.০০ | ৩৫০.০০ | ৩৫০.০০ | ১০০% |
| ১৬. | মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানা নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২১) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয় - ৬৩৩.০৪ লক্ষ টাকা | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০% |
| ১৭. | আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয় - ২২৮৯.৪৭ লক্ষ টাকা | ৭৫০.০০ | ৭১১.৭৫ | ৭৫০.০০ | ৯৪.৯০% |
| ১৮. | সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাগপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (থেরাপী সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয়- ২৪৭২.৫৮ লক্ষ টাকা | ৯৩৭.০০ | ৯১১.৯৪৯ | ৯৩৭.০০ | ৯৭.৩৩% |
| ১৯. | ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন (নভেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২) প্রাক্কলিত ব্যয়- ২৪৮৭.৭৮ লক্ষ টাকা | ১০২৮.০০ | ১০১৮.৮৯৪ | ১০২৮.০০ | ৯৯.১১% |
| ২০. | প্রতিবন্ধী, বিধবা ও দুঃস্থদের কল্যাণে শামসুদ্দিন গোলেজান ট্রেনিং কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয়- ২৭৭৬.৬১ লক্ষ টাকা | ৪০৫.০০ | ৪০৪.৯৫৬ | ৪০৫.০০ | ৯৯.৯৯% |
| ২১. | কিডনী হাসপাতাল স্থাপন, সিলেট (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয়- ২৪৯৯.৭১ লক্ষ টাকা | ২০.০০ | ০.০০ | ২০.০০ | - |
| ২২. | গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন | ২০০.০০ | ২০০.০০ | ২০০.০০ | ১০০% |

| ক্রম | অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ | **২০২১-২২** বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়) | ২০২১-**২২** লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়) | লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)<br>প্রাক্কলিত ব্যয়- ২২০৫.২১ লক্ষ টাকা | | | | |
| ২৩. | এস্টাবলিশমেন্ট অব হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ<br>(জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)<br>প্রাক্কলিত ব্যয়- ২৫৬২.৫৭ লক্ষ টাকা | ৫.০০ | ০.৪৪ | ৫.০০ | ৮% |
| ২৪. | চরফ্যাশন উপজেলায় বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন সংস্থা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন<br>(জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)<br>প্রাক্কলিত ব্যয়- ২৭৩৮.৬০ লক্ষ টাকা | ৮.০০ | ২.১৯ | ৮.০০ | ২৭.৩৮% |
| ২৫. | খান বাড়ী কমিউনিটি হাসপাতাল, পাঁচখোলা, মাদারীপুর স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২৩)<br>প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪১৪০.৬০ লক্ষ টাকা | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১২০০.০০ | ১০০% |
| ২৬. | প্রফুল্ল প্রতিভা প্রবীণ নিবাস, এতিমখানা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য কেন্দ্র, মাগুরা<br>(জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)<br>প্রাক্কলিত ব্যয়- ২৮১৯.৭৮ লক্ষ টাকা | ৬৪৫.০০ | ৬৪৪.২৭৫ | ৬৪৫.০০ | ৯৯.৮৯% |
| ২৭. | ইনক্লুসিভ আই কেয়ার ফ্যাসিলিটিস হাসপাতাল স্থাপন<br>(জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)<br>প্রাক্কলিত ব্যয়- ২৪৬২.০০ লক্ষ টাকা | ৫০০.০০ | ৪৯৮.৫৭১ | ৫০০.০০ | ৯৯.৭১% |

# জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

www.jpuf.gov.bd

**জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের গঠন**

মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের Vetting গ্রহণপূর্বক ১৬ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকম/প্রতিবন্ধী/৪৮/৯৮-৪৩৩ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়।

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

বাংলাদেশের সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন, স্বার্থ সুরক্ষা, সমমর্যাদা, অধিকার, থেরাপি সেবা,পুনবার্সন সহায়তাসহ পুন:অংশগ্রহণ এবং একীভূত সমাজব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। এ লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

**প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক** (Early Intervention) **সেবা প্রদান:**

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা সদরে ৬৭টি এবং ৩৬টি উপজেলায় ৩৬টিসহ মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। এ সকল কেন্দ্রসমূহ হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হচ্ছে।

উক্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ৩,১৭,১০৩ জন ও মোট প্রদত্ত সেবা সংখ্যা (Service Transaction) ১০,৫৪,১২৫ টি।

**মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে থেরাপি সার্ভিস :**

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের ৪০টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৪০টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত থেরাপিউটিক সেবা গ্রহিতার সংখ্যা ১৬,৭৫৪ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা(Service Transaction) ১,৭৩,১৮৪টি।

**বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ বিতরণ:**

১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন-২০২২ পর্যন্ত ৯৭২৬টি সহায়ক উপকরণ (কৃত্রিম অংগ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্রাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ, আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিনসহ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

- **বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালনা:**

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৯ এর আওতায় সর্বমোট ৭৪ টি বিশেষ স্কুলের শিক্ষক/কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হচ্ছে। বর্তমানে উক্ত স্কুলসমূহে ৯১৯ জন শিক্ষক/কর্মচারী এবং ১০৮৯৮ জন ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে।

- **স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম পরিচালনা:**

অক্টোবর, ২০১১ সালে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক

স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা শহরে মিরপুর, লালবাগ, উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী, ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি (রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট) এবং গাইবান্ধা জেলায় ১টি এবং বিশ্বনাথ উপজেলায় ১টি সহ মোট ১২টি স্কুল চালু করা হয়েছে। উক্ত স্কুলগুলোতে অটিজম ও এনডিডি সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা, কালার, ম্যাচিং, এডিএল, মিউজিক, খেলা-ধূলা, সাধারণজ্ঞান, যোগাযোগ, সামাজিকতা, আচরণ পরিবর্তন এবং পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এসব স্কুলে চলতি শিক্ষাবর্ষে মোট ১৫০ জন অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশু বিনামূল্যে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।

- **অটিজম রিসোর্স সেন্টার:**

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০১০ সালে একটি অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত সেন্টার থেকে অটিজম বৈশিষ্ট সম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিবর্গকে বিনামূল্যে নিয়মিত বিভিন্ন ধরণের থেরাপি সেবা, গ্রুপ থেরাপি, দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল ও অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০ সালে চালু হওয়ার পর থেকে ৩০ জুন-২০২২ পর্যন্ত অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশু ও ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ৩৯৪৩টি ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

**সেবাসমূহঃ**

- অকুপেশনাল থেরাপি
- স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি
- ফিজিওথেরাপি
- কাউন্সেলিং
- গ্রুপ থেরাপি প্রদান
- দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল সেবা প্রদান
- অটিস্টিক শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান।

- **অটিজম ও এনডিডি কর্ণার সেবা:**

Early Screening, Detection, Assessment ও Early Intervention নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় পরিচালিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে একটি করে অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ১০৩টি কেন্দ্র হতে অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশু/ব্যক্তিদের নিম্নোক্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে:

- সনাক্তকরণ
- ফিজিওথেরাপি

- অকুপেশনাল থেরাপি
- স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি
- অডিওমেট্রি
- অপটোমেট্রি
- সাইকো সোস্যাল কাউন্সেলিং
- গ্রুপ থেরাপির মাধ্যমে খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণ
- অভিভাবকদের কাউন্সেলিং।

- **অনুদান ও ঋণ কার্যক্রম:**

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে অনুদান/ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কল্যাণ তহবিল থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থার মাঝে প্রায় ১৬ কোটি টাকা অনুদান ও ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কোভিট-১৯ কালীন পরিস্থিতিতে জুলাই-২০২১ মাসে ২৬৯ টি বেসরকারি সংস্থার অনুকূলে ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

- **ব্যক্তি পর্যায়ে আর্থিক অনুদান কার্যক্রম:**

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও পুর্নবাসনের লক্ষ্যে ১৩৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মোট ৯ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান মেলা (Job Fair) আয়োজন:**

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর তত্ত্বাবধানে ২০১৬ সালে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে ও ২০১৮ সালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করা হয়। ২০১৬ সালে ৪০ জন এবং ২০১৮ সালে ৬৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে চাকরি প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশনের Job Placement শাখা হতে তাদের নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান মেলার কাযক্রম স্থগিত রয়েছে।

- **দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ**

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য

কেন্দ্রে কর্মরত জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পযর্ন্ত ৪০৩ জনকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- **কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল:**

চাকুরী প্রত্যাশি ও কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০ আসন বিশিষ্ট ১টি পুরুষ ও ২০ আসন বিশিষ্ট ১টি মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০০ জন।

- **পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস:**

জাতীয় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ফাউন্ডেশনের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে সেরিব্রাল পলসি (সিপি) শিশুর লালন পালন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস চলমান আছে। বর্তমানে এ শিশু নিবাসে ২৯ জন শিশু রয়েছে।

- **বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উদযাপন:**

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত ১৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস সরকারিভাবে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১০০ জন মেধাবী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রত্যেক-কে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) করে মোট ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে

- **বাংলা ইশারা ভাষা দিবস পালন:**

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন চত্তরে **৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস** সরকারিভাবে উদযাপন **করা হয়। এ দিবসে ফাউন্ডেশন থেকে ৩০ জন** মেধাবী **বাক-**প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী**কে ৫,০০০ টাকা করে** ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান **ও** সম্মাননা **সনদ প্রদান করা হয়।**

- **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন:**
  জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ২০২১ সালে করোনার প্রভাব ও বৈশ্বয়িক মহামারির কারণে ৩০তম **আন্তর্জাতিক ও ২৩তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস সংক্ষিপ্ত পরিসরে উদযাপন করা হয়।**

- **জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স (সুবণ ভবন):**

  প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুর-১৪ এ ১৫তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবনটি উদ্বোধন করেন যা বর্তমানে সুবর্ণ ভবন নামে নামকরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ডরমিটরি, অডিটরিয়াম, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, শেল্টারহোম, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ স্কুল ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। বর্তমানে সুবর্ণ ভবনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

**বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের  ক্রীড়া কমপ্লেক্স:**

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিশেষ চাহদা সম্পন্ন ক্রীড়াবিদদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের **নিমিত্ত** সাভার উপজেলাধীন বারইগ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর জমি**তে ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মানের জন্য গণপূর্ত** অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৪৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকার প্রাক্কলন সম্পন্ন **একটি** ডিপিপি প্রণয়ন **করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি ১৬/৩/২০২১ তারিখ একনেকে অনুমোদিত হয়।** গত ২৬/৮/২০২১ তারিখ একনেক কর্তৃক ‘বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন জারী করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ এপ্রিল ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

- **করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বিতরণ:**

কোভিড-১৯ জনিত কারণে ‘‘লক ডাউন’’ পরিস্থিতিতে দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার নিমিত্ত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সর্বমোট ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেছে। জেলা প্রশাসনের তত্বাবধানে বিতরণকৃত ত্রাণ সহায়তার মাধ্যমে সর্বমোট ১৭,৭৫৫ জন দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন। উপকারভোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবন্ধী মহিলা। ঢাকা জেলায় ৪৫টি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে ১২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৬৩টি জেলায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ৯৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৭০৬ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস  (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ এ প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধী ঝুঁকিতে ব্যক্তিদের মাঝে আর্থিক, খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদিত পন্যসামগ্রী প্রদশন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে সুবণ ভবনের নীচতলায় একটি প্রদশনী কেন্দ্র ০৭ জুন ২০২২ তারিখ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদিত পন্যসামগ্রী প্রদশন ও বিক্রয় করা হচ্ছে। এ কেন্দ্রের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং বিভাগীয় শহরে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র চালু করা হবে।
- বন্যা দুর্গত এলাকায় সুবর্ণকার্ডধারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে খাদ্য, আর্থিক ও অন্যান্য জরুরী সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন হতে সিলেট, মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও কিশোরগঞ্জ জেলার প্রতিটিতে ৩(তিন) লক্ষ টাকা হিসেবে মোট ২৪(চব্বিশ স্কষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার আমতৈল গ্রামের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ, আর্থিক অনুদান ও থেরাপি সেবা প্রদান বিগত ২১ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ "দৈনিক বণিক বার্তা" পত্রিকায় ''যে গ্রামে প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নেয় শিশুর'' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়ঃ

(ক) গ্রামের সকল প্রতিবন্ধীকে যথাযথভাবে সমস্যা চিহ্নিত করে বিশেষ প্রতিবন্ধী ভাতার আওতায় আনা যেতে পারে।

(খ) প্রতিবন্ধীদের চাহিদা মোতাবেক বহুমাত্রিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে প্রতিবন্ধী স্কুল স্থাপন ও প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করা যেতে পারে।

(গ) চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ যেমন-হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, হেয়ারিং ডিভাইস, দৃষ্টি সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা যেতে পারে।

- ➢ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক আমতৈল গ্রামের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী সর্বমোট ১০৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়।
- ➢ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন হতে আমতৈল গ্রামের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবার প্রতি ২০,০০০/- টাকা করে ৫০ টি পরিবারকে সর্বমোট ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়। বিগত ১১.১০.২০২০ তারিখ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সচিব মহোদয় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে উক্ত অর্থ বিতরণ করেন।

- ➢ আমতৈল গ্রামের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থেরাপি সেবা প্রদানের নিমিত্ত উক্ত গ্রামের জনৈক হাজী চমক আলীর বাড়ীতে একটি থেরাপি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, জনাব হাজী চমক আলী তাঁর বাড়ীর ২টি কক্ষ এজন্য বিনামূল্যে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করেছেন। সপ্তাহে ০২ দিন বিনামূল্যে আমতৈল গ্রামের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এ কেন্দ্র থেকে থেরাপি সেবা প্রদান করা হয়।

- আমতৈল গ্রামে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষণ/প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি 'স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম' চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ঐ স্কুলে ১১ জন অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশু লেখা-পড়া করছেন।

## ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন।
- প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের খেলা-ধুলা ও প্রশিক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২২' প্রণয়ন।
- প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র পরিচালন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী সহায়ক উপকরণ নির্মাণ কারখানা স্থাপন।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন।
- Job Fair এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- কর্মজীবী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভাগীয় শহরে পর্যায়ক্রমে পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালুকরণ।
- জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ স্কুলসমূহের জন্য প্রমিত পাঠ্যক্রম ও একটি জাতীয় IEP (Individual Education Plan) প্রণয়ন।

# বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

**www.bnswc.gov.bd**

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রাচীন সংস্থা। উন্নত, যত্নশীল ও নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণ এবং সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের জাতীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণমূলক নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রকল্প প্রণয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে সহায়তা এবং সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ ও নিরসনকল্পে সরকারকে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজের অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়েপড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

## ১. নির্বাহী কমিটির সভা ও পরিচালনা বোর্ড সভা

২০২১-২০২২ অর্থবছরে অনলাইন (জুম প্লাটফরমে) নির্বাহী কমিটির ২ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাসমূহে সভাপতিত্ব করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ও নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মাহফুজা আখতার এবং জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম। ১ম সভা ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ এবং দ্বিতীয় সভা ২৩ মে, ২০২২ তারিখ ভার্চুয়ালি (জুম প্লাটফরমে) অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯-০৬-২০২২খ্রি. তারিখ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ পরিচালনা বোর্ডের ৪৭ তম সভা ভার্চুয়ালি (জুম প্লাটফরমে) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

## ২. অনুদান বিতরণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, নিবন্ধিত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ, রোগীকল্যাণ সমিতি, অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি, জেলা ও উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি, নদীভাঙ্গানে ভিটামাটিহীন ক্ষতিগ্রস্থ ও বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন, চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও টেকসই আবাসন নির্মাণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন এবং অন্যান্য অনুদানসহ মোট ৬১৬৭ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৫৩.৩৯ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা, ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন, প্রতিবন্ধী গরীব, মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য বিশেষ অনুদান খাতে ২০১৪৬ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৪.৪৬ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অনুদান বিতরণ কার্যক্রমের তথ্যাদি উল্লেখ করা হলো

## ছক-১: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অনুদান বিতরণ কার্যক্রম

| ক্রমিক | কার্যক্রমের বিবরণ | উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | টাকার পরিমাণ | উপভোগী ব্যক্তির সংখ্যা | টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে অনুদান | ১৬টি | ১,৫০,০০,০০০/- | ---- | ---- |
| ২. | নিবন্ধিত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অনুদান | ৪৫০২টি | ১১,০০,০০,০০০/- | --- | --- |
| ৩. | সমন্বয় পরিষদকে অনুদান, [শহর সমাজ সেবার মাধ্যমে (UCD)] | ৮০টি | ২,৫০,০০,০০০/- | --- | --- |
| ৪. | দুঃস্থ, অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সেবা ও উপকরণ প্রদান (রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে) | ৫২৫টি | ১৫,০০,০০,০০০/- | ---- | ---- |
| ৫. | সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ (অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির মাধ্যমে) | ৬৪টি | ১,০০,০০,০০০/- | --- | --- |
| ৬. | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদকে অনুদান | ১টি | ১,০০,০০,০০০/- | --- | --- |
| ৭. | জেলা সমাজকল্যাণ কমিটিকে অনুদান | ৬৪টি | ৬,০০,০০,০০০/- | --- | |
| ৮. | উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটিকে অনুদান | ৪৯২টি | ২,৪৬,০০,০০০/- | --- | |
| ৯. | ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন | --- | --- | ৫৩৬৩ জন | ২,০০,০০,০০০/- |
| ১০. | ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা | --- | --- | ৫৩৬৩ জন | ২,০০,০০,০০০/- |
| ১১. | নদীভাঙ্গানে ভিটামাটিহীন/ক্ষতিগ্রস্থ ও বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন | ২৯১ টি (গৃহ নির্মাণ) | ৭,০০,০০,০০০/- | --- | --- |
| ১২. | চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও টেকসই আবাসন নির্মাণ | ১০০টি (আবাসন নির্মাণ) | ৪,০০,০০,০০০/- | --- | --- |
| ১৩. | প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন | ২৫টি | ১,৬৫,০০,০০০/- | - | - |
| ১৪. | ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন | - | - | ১১০ জন | ১,১১,,০০,০০০/- |
| ১৫. | গবেষণা কার্যক্রম | ৭টি | ২৭,৭০,০০০/- | | |
| ১৬. | অন্যান্য বিশেষ অনুদান কার্যক্রম: ক. প্রতিবন্ধী, গরীব, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আর্থিক সহায়তা | - | - | ১৯১৩ জন | ১,০০,০০,০০০/- |
| | অন্যান্য বিশেষ অনুদান কার্যক্রম: খ. বিশেষ অনুদান (ব্যক্তি পর্যায়ে) | - | - | ৭৩৯৭ জন | ৮,৩৫,০০,০০০/- |
| | মোট= | ৬১৬৭ টি | ৫৩,৩৮,৭০,০০০/- | ২০১৪৬ জন | ১৪,৮৬,০০,০০০/- |
| | সর্বমোট= | | ১. প্রতিষ্ঠান | ৬১৬৭ টি | ৬৭,৮৪,৭০,০০০/- |
| | | | ২. ব্যক্তি | ২০১৪৬ জন | |

## ৩. ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বিশেষ অনুদানের চেক বিতরণ

ছবি-১: পরিষদের নির্বাহী সচিব (যুগ্মসচিব), জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন কর্তৃক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়তার চেক বিতরণ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে গৃহহীন চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণের লক্ষ্যে অনুমোদিত মডেল অনুযায়ী চা-বাগান অধ্যুষিত ৪টি জেলায় (মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ,সিলেট ও চট্টগ্রাম) ১০০টি গৃহহীন পরিবারকে আবাসন নির্মাণের জন্য মোট ৪.০০(চার কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'সবার জন্য আবাসন' বাস্তবায়নে এ উদ্যোগটি কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

ছবি: ২ গৃহহীন চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে গৃহ নির্মাণ

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক নদীভাঙ্গানে ভিটামাটিহীন/ক্ষতিগ্রস্থ ও বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নদীভাঙ্গন কবলিত জেলাসমূহে ২৯১টি গৃহ নির্মাণের জন্য মোট ৭,০০,০০,০০০/- (সাত কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

## ৪. **গবেষণা ও জরিপ**

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিষয়ভিত্তিক ০৭টি পৃথক গবেষণা ও জরীপ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে:

ছবি: ৩ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অনুদানের সুফল পর্যালোচনা সেমিনারে উপস্থিত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম মহোদয়।

ছবি: ৪ জেলা সমাজকল্যাণ কমিটিকে প্রদত্ত অনুদান নিরীক্ষা/জরীপোত্তর সেমিনারের একাংশ।

ছবি: ৫ তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীকে নিয়ে সরকারের কার্যক্রম মূল্যায়ন সংক্রান্ত গবেষণায় আলোচকবৃন্

ছবি: ৬ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম মডেল শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

ছবি: ৭ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূল্যায়ন শীর্ষক গবেষণায় অতিথিবৃন্দ।

ছবি: ৮ নতুন নতুন মাদকের উৎস, সরবরাহ, ব্যবহারকারী, সামাজিক প্রভাব এবং উত্তরণের উপায় শীর্ষক গবেষণায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও আলোচকবৃন্দ।

ছবি: ৯ প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিবর্গকে সেবা প্রদান সেমিনারে কর্মকর্তা ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

## ৫. সাম্প্রতিক কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ (SDGs) অর্জনে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ সহজিকরণের লক্ষ্যে অনলাইন ই-সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তনের নিমিত্তে অনুদান প্রদান ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসহ অন্যান্য কার্যক্রম ডিজিটাইজড করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । ২০২১-২২ অর্থবছরে অনুদান খাতের ৮৫% শতাংশ অনুদান/আর্থিক সহায়তা EFT/MFS এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট অনুদান/আর্থিক সহায়তা EFT/G2P এর মাধ্যমে বিতরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

# শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)

**www.alnahyantrust.com.bd**

## ১. পটভূমি (Indroduction)

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ১৯৮৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি এদেশের অসহায় এতিম শিশুদের কল্যাণে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বিশেষ করে এতিম ও অসহায় শিশুদের প্রতি মহামান্য সুলতানের গভীর সহানুভুতি ও প্রগাঢ় মমত্ববোধের নিদর্শন স্বরুপ বাংলাদেশ সরকারের বহিঃ সম্পদ বিভাগ ও আবুধাবী তহবিলের/(শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটাবল অ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবী, ইউ.এ.ই) প্রতিনিধির মধ্যে ২২শে জুন ১৯৮৪ তারিখে একটি সম্মত কার্যবিবরণী (Agreed Minutes) স্বাক্ষরের মাধ্যমে "শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)" গঠন করা হয়। এই ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণারয় কর্তৃক গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়।

## ২. ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goal & Objectives)

### লক্ষ্য (Goal)

পারিবারিক পরিবেশে মাতৃস্নেহ, ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে অসহায় এতিম শিশুদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টি পূর্বক উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসন করা।

### উদ্দেশ্য (Objectives)

(ক) ট্রাস্টের সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ ও আয় বৃদ্ধির জন্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণ;

(খ) ট্রাস্টের নিজস্ব আয়ে এতিম শিশুদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাসহ তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

(গ) দেশের যে কোন স্থানে আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের শাখা স্থাপন করা;

(ঘ) ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ চাঁদা আদায়, দান ও অনুদান গ্রহণ করা;

(ঙ) যুগের সাথে সংগতি রেখে সমাজের অবহেলিত এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণের জন্য যে কোন যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা

(চ) ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে কোন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, দেশী-বিদেশী সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়ন ও গ্রহণ;

(ছ) ট্রাস্টের তহবিল বৃদ্ধির জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে বিনিয়োগসহ আয়বর্ধক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা

## ৩. ট্রাস্টের কাযক্রম আরম্ভ

(ক) শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) ২২-০৬-১৯৮৪ তারিখ চালু হয়।

(খ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ১১-৭-১৯৮৭ তারিখ চালু হয়।

(গ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট ১৫-০১-১৯৯৩ তারিখ চালু হয়

## ৪. আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের কার্যক্রম

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদের উন্নয়ন একটি পূর্বশর্ত। মানব সম্পদের উন্নয়ন ও নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা যায়। যার ফলশ্রুতিতে দেশে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে। মূলতঃ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে এই মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজটিই গুরুত্ব সহকারে ও নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে-

(ক) ট্রাস্টের অধীন ঢাকার মিরপুরে ১টি শিশু পরিবার ও লালমনিরহাটে ১টি শিশু পরিবার পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত ২টি শিশু পরিবারে মোট ৪০০জন এতিম মেয়ে প্রতিপালন করা হয়;

(খ) এতিম শিশুদের শিক্ষা, খেলা-ধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা করা;

(গ) আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের মাধ্যমে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা;

(ঘ) শিশু পরিবারের নিবাসীদের দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(ঙ) সমাজকল্যাণ মূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের জনবলের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।

## ৫. ট্রাস্টের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল:

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)-এর প্রধান কার্যালয় বনানী, ঢাকায় অবস্থিত। বনানীস্থ ট্রাস্টের জায়গার উপর বাংলাদেশ ইউ.এ.ই.মৈত্রী শপিং কমপ্লেক্স ও একটি হাউজিং কমপ্লেক্স রয়েছে। ট্রাস্টের আওতাধীন ২টি শিশু পরিবার রয়েছে, যা আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা এবং আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরাহাট। মিরপুর শিশু পরিবারের অভ্যন্তরে ১টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং শিশু পরিবার, লালমনিরাহাটে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। জনবল কাঠামোতে অনুমোদিত মোট জনবলের সংখ্যা ১১৫জন। বর্তমানে ৮১জন নিয়মিত কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কর্মচারী এবং ৭জন খন্ডকালীন/অনিয়মিত শিক্ষক ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

## ৬. ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা শেখ জায়েদ বিন সুলতান নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নম্বর-সকম/কর্ম-শা/আল-নাহিয়ান-৮/২০০৩-১০৭, তারিখ-২২ আগস্ট ২০১৩ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়-

| | | |
|---|---|---|
| ১ | মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়<br>গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,ঢাকা, বাংলাদেশ | চেয়ারম্যান |
| ২ | মহাপরিচালক<br>শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটেবল এন্ড<br>হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবী, ইউ, এ, ই | কো-চেয়ারম্যান |
| ৩ | সচিব,সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ। | ভাইস চেয়ারম্যান |
| ৪ | প্রফেসর ড. আবু রেজা মোঃ নেজামুদ্দিন নদভীএমপি<br>চেয়ারম্যান, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন, নদভী প্যালেস (২য় তলা)<br>রূপালী আবাসিক এলাকা বাস টার্মিনাল লিংক রোড<br>বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ | সদস্য |
| ৫ | মহাপরিচালক,সমাজ সেবা অধিদপ্তর,ঢাকা, বাংলাদেশ | সদস্য |
| ৬ | অতিরিক্ত সচিব (মধ্যপ্রাচ্য), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ<br>অর্থ মন্ত্রণালয়,ঢাকা, বাংলাদেশ | সদস্য |
| ৭ | অতিরিক্তসচিব ( প্রশাসন), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়<br>ঢাকা, বাংলাদেশ | সদস্য |
| ৮ | মহাপরিচালক (পশ্চিম এশিয়া),পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ | সদস্য |
| ৯ | ইউ,এ,ই, মিশন প্রধান, ঢাকা, বাংলাদেশ। | সদস্য |
| ১০ | প্রতিনিধি<br>শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটেবল এন্ড<br>হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবী, ইউ, এ, ই। | সদস্য |
| ১১ | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ। | সদস্য |
| ১২ | নির্বাহী পরিচালক<br>শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)<br>সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ | সদস্য-সচিব |

## ৭. শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)-এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ভবিষ্যৎ কমপরিকল্পনা:

(ক) শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ)-এর বনানীস্থ ইউ.এ. ই.মৈত্রী কমপ্লেক্সে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ :

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ)-এর বনানীস্থ ইউ.এ.ই.মৈত্রী কমপ্লেক্সের জমিতে বহুতল বিশিষ্ট দৃষ্টি নন্দন বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকার বর্তমান অবকাঠামোর স্থলে ৬তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ:

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার অভ্যন্তরে অবস্থিত আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়ের বিদ্যমান ভবনে ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় নতুন ভবন নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এ ৬তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ:
ট্রাস্টের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাটের অভ্যন্তরে ৬ তলা বাণিজ্যিক ভবন (মার্কেট) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার অভ্যন্তরে দোকান নির্মাণ:
ট্রাস্টের আয় বৃদ্ধির জন্য আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার অভ্যন্তরে দক্ষিণ পার্শ্বে ও পশ্চিম পার্শ্বে বাউন্ডারী দেওয়াল সংলগ্ন খালি জায়গায় ২৫(পঁচিশ)টি দোকান নির্মানের পরিকল্পনা রয়েছে।

## আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

### সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর সেকশন-২, ঢাকা ২.৭০ একর জায়গায় এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) কর্তৃক তত্ত্বাবধান করা হয়।

(ক) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি:

২৬ ডিসেম্বর ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৩তম সভায় নিম্নবর্ণিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি-

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব), শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) | সভাপতি |
| (খ) | উপসচিব (প্রশাসন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা | সদস্য |
| (গ) | খন্ডকালীন ডাক্তার, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা | সদস্য |
| (ঘ) | উপ-তত্ত্বাবধায়ক, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা | সদস্য-সচিব |

**(খ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর সেকশন-২, ঢাকার কার্যক্রম:**

- আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় এতিম মেয়ে শিশুদেরকে শিশুমাতাদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে ঘরোয়া পরিবেশে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করা হয়।
- এতিম মেয়ে শিশুদেরকে যত্ন সহকারে একাডেমিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করা হয়, যাতে তারা সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে।
- এতিম শিশুদের খেলা-ধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা করা হয়।
- শিশু পরিবারের নিবাসীদের দক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- শিশু পরিবারে নিয়োজিত ডাক্তার কর্তৃক এতিম মেয়ে শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।
- ভবিষ্যতে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নিবাসীদেরকে সেলাই ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪(চার) জন ধর্মীয় শিক্ষকের মাধ্যমে নিবাসী মেয়েদের কোরআন শেখানো হয়। পবিত্র কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি তাদেরকে ৪০(চল্লিশ) টি হাদিস, নামাজ/রোজার মাসলা মাসায়েল, হামদ-নাত এবং নামাজের বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষকের মাধ্যমে এতিম মেয়ে শিশুদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, মানবিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলী শিক্ষা দেয়া হয়।
- নিবাসীদের ১৮(আঠার) বছর পূর্ণ অথবা এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর পূনর্বাসন ভাতা প্রদান পূর্বক অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

## আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয় আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার অভ্যন্তরে অবস্থিত। ১৯৮৭ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২০০০ সাল থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। স্কুলে এতিম নিবাসীদের পাশাপাশি বহিরাগত ছাত্র/ছাত্রীদের লেখাপড়ার সুযোগ রয়েছে। স্কুলটিতে শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা ২৫জন তন্মধ্যে নিয়মিত ২১জন এবং খন্ডকালীন ৪জন।

(ক) স্কুল পরিচালনার জন্য ২৬ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৩তম সভায় নিম্নবর্ণিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়।

আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি:

| | | |
|---|---|---|
| (১) | নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব), শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ); | সভাপতি |
| (২) | উপ-তত্ত্বাবধায়ক, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা; | সদস্য |
| (৩) | খন্ডকালীন ডাক্তার, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা; | সদস্য |
| (৪) | জনাব জসিম উদ্দিন আহমেদ, সহকারী শিক্ষক, আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা; | শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য |
| (৫) | জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন চিশতি, সহকারী শিক্ষক, আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা; | শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য |
| (৬) | বেগম তাহমিনা আক্তার, শিশুমাতা, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা; | নিবাসী অভিভাবক প্রতিনিধি |
| (৭) | বেগম বিলকিস খান, শিশুমাতা, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা; | নিবাসী অভিভাবক প্রতিনিধি |
| (৮) | আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল কাদের, মিরপুর, ঢাকা; | দাতা সদস্য |
| (৯) | জনাব মোঃ শাহানুর রহমান, মিরপুর, ঢাকা; | অভিভাবক সদস্য |
| (১০) | জনাব আব্দুল মাজেদ, মিরপুর, ঢাকা; | অভিভাবক সদস্য |
| (১১) | বেগম সাবরিন সুলতানা, মিরপুর, ঢাকা এবং | মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি |
| (১২) | প্রধান শিক্ষক, আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা। | সদস্য-সচিব |

(খ) আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়ের গত ০৪ বছরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা:

| সাল | ছাত্র | ছাত্রী | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|
| ২০১৮ | ২২৫ | ২৭৩ | ৪৯৮ |
| ২০১৯ | ২২৪ | ২২৭ | ৪৫১ |
| ২০২০ | ২৮৫ | ২০৯ | ৪৯৪ |
| ২০২১ | ৯৫ | ২১২ | ৩০৭ |

# আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট

## সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট জেলা সদরে ০৫(পাঁচ) একর জায়গায় অবস্থিত। শিশু পরিবারটি ১৫-০১-১৯৯৩ তারিখে চালু হয়। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট স্থানীয় একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম শেখ জায়েদ বিন সুলতান নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) তত্ত্বাবধান করে। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট কমপ্লেক্সে আল-নাহিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। উক্ত বিদ্যালয়ে নিবাসী মেয়েরা লেখাপড়া করে।

## (ক) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

২৬ ডিসেম্বর ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৩তম সভায় নিম্নবর্ণিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয় আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাটের স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি:

| | | |
|---|---|---|
| (১) | জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট | সভাপতি |
| (২) | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক), লালমনিরহাট | সদস্য |
| (৩) | পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট | সদস্য |
| (৪) | সিভিল সার্জন, লালমনিরহাট | সদস্য |
| (৫) | নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, লালমনিরহাট | সদস্য |
| (৬) | অধ্যক্ষ, মজিদা খাতুন সরকারী মহিলা কলেজ, লালমনিরহাট | সদস্য |
| (৭) | উপ-পরিচালক, সমাজসেবা কার্যালয়, লালমনিরহাট | সদস্য |
| (৮) | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, লালমনিরহাট | সদস্য |
| (৯) | উপ-তত্ত্বাবধায়ক, লালমনিরহাট | সদস্য সচিব |

**(খ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাটের কার্যক্রম:**

- আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাটে এতিম মেয়ে শিশুদেরকে শিশুমাতাদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে ঘরোয়া পরিবেশে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করা হয়।
- এতিম মেয়ে শিশুদেরকে যত্ন সহকারে একাডেমিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করা হয় যাতে তারা সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে।
- এতিম শিশুদের খেলা-ধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা করা হয়।
- শিশু পরিবারের নিবাসীদের দক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪(চার) জন ধর্মীয় শিক্ষকের মাধ্যমে নিবাসী মেয়েদের কোরআন শেখানো হয়। পবিত্র কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি তাদেরকে ৪০(চল্লিশ) টি হাদিস, নামাজ/রোজার মাসলা মাসায়েল, হামদ-নাত এবং নামাজের বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষকের মাধ্যমে এতিম মেয়ে শিশুদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, মানবিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলী শিক্ষা দেয়া হয়।
- নিবাসীদের ১৮(আঠার) বছর পূর্ণ অথবা এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর পূনর্বাসন ভাতা প্রদান পূর্বক অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত এতিম মেয়ে শিশুদেরকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিবাসীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে নিবাসী মেয়েরা নিজেদেরকে সমাজে আত্মনির্ভরশীল ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে পারে। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

# শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প

www.spst.gov.bd

## ১. পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের আওতায় দেশ সেরা বোতলজাত বিশুদ্ধ মুক্তা পানি ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করা হয়। এ উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ার সাথে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত রয়েছেন তাদের সিংহভাগই প্রতিবন্ধী। এ প্রতিষ্ঠানের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত মুক্তা বোতলজাত বিশুদ্ধ পানি ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্যের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় আয় প্রতিবন্ধীর কল্যাণেই ব্যয় করা হয়।

প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি তাঁর মানবিকবোধ থেকে তাঁর সরকার মৈত্রী শিল্পের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে ‘ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এছাড়াও বিগত ১৩(তেরো) বছরে (২০০৯-২০২২) প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী মৈত্রী শিল্পের আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প আজ রুগ্ন শিল্প হতে প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন ও সমাজের মূলস্রোতে অন্তর্ভূক্তির অভিযাত্রায় মুজিববর্ষ হোক আমাদের অন্যতম প্রেরণার উৎস” -এই শ্লোগানকে ধারণ করে মৈত্রী শিল্প মুজিববর্ষে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যা স্বাধীনতার এই সুবর্ণ জয়ন্তীতেও প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূলস্রোতে অন্তর্ভূক্তিতে প্রেরণা হিসেবে কাজ করছে।

### ১.১ রূপকল্প (Vision):

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং পূনর্বাসনের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন।

### ১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর;
- প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার করণ;
- মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার উৎপাদন ও বিপণনের কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীতকরণ ও মৈত্রী শিল্পের আধুনিকায়ন;
- মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার সরকারী, আধাসরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সহ ভোক্তাদের মাঝে সরবরাহ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ ও রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

### ১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

### ১.৩.১ সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

(১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
(২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিনত করা।
(৩) শারীরিক প্রতিবন্ধী কর্তৃক উৎপাদিত পন্য সামগ্রী ও বিশুদ্ধ মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার বিপণনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের ভাগ্য পরিবর্তন করা।

## ১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

(১) দক্ষতার সংগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
(২) মৈত্রী শিল্প ফ্যাক্টরীতে পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন;
(৩) দক্ষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
(৪) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে প্রতিষ্ঠারে কমকর্তা/কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

## মৈত্রী শিল্পের কার্যাবলী (Functions)

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলস্রোতধারায় অর্ন্তভুক্ত করার জন্য শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করা;

খ) প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;

গ) মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার উৎপাদন ও বিপণন কাঙ্খিত মানে উন্নীতকরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

ঘ) মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও মুক্তা ন্যা চারাল ড্রিংকিং ওয়াটার সরকারী, আধাসরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরের ভোক্তাদের মাঝে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও ভিশনারী পদক্ষেপের ফলে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জণ সম্ভব হয়েছ। ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জণ ও সামাজিক সূচকসমূহের ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে তিনি দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে পেরেছেন। প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয় সম্পদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিবন্ধীবান্ধব এই দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে কিছু অনুশাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই সংস্থাটি প্রতিবন্ধীতা উত্তরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রতিবন্ধীতা উত্তরণে মৈত্রী শিল্পের প্রতি তাঁর মানবিকবোধ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি একটি রুগ্ন শিল্প হতে প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকারের সময়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট,মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করেছে।

মৈত্রী শিল্পের প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রীর স্টল পরিদর্শণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

## ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত মৈত্রী শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

### বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপনঃ

মৈত্রী শিল্পে একটি দৃষ্টিনন্দন আধুনিক স্থাপত্যের **বঙ্গবন্ধু কর্ণার** স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন,বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাঙালির সংস্কৃতি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও কর্ণারে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ছবি ও ঐতিহাসিক ভাষন,বঙ্গবন্ধুর উপর বিভিন্ন প্রকাশনা,স্বাধীনতার বিভিন্ন স্মারক সংরক্ষণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু কর্ণার এর অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধুর **অসমাপ্ত আত্নজীবনী** গ্রন্থসহ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বই-পুস্তক ,বাংলাদেশের সংবিধান ও স্বাধীনতা সংগ্রামের দলিল সমগ্র সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারও গড়ে তোলা হয়েছে।

মৈত্রী শিল্পে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে,মৈত্রী শিল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ পরবর্তী প্রজন্ম যেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর কর্মময় জীবন ,বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ও বাঙালি কৃষ্টি ,ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

বঙ্গবন্ধু কর্ণারে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে মৈত্রী শিল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ।

### বিভাগীয় পর্যায়ে মৈত্রী শিল্পের শাখা কাম শোরুম স্থাপনঃ

প্রতিবন্ধীদের অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন ও মৈত্রী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী দেশের ০৮ বিভাগে মৈত্রী শিল্পের ৮টি শাখা কাম সেলস সেন্টার গড়ে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়াধীন রয়েছ। ইতোমধ্যে ঢাকা, রংপুর ও চট্রগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে মৈত্রী শিল্পের শাখা কাম সেলস সেন্টার স্থাপনের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।২০২২-২০২৩ অর্থবছর হতেই এ তিনটি শাখায় উৎপাদন ও বিপণণ শুরু হবে। বাকী ০৫টি বিভাগীয় শাখা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের অধিকতর কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে (চট্রগ্রাম বিভাগ) মৈত্রী শিল্পের স্থাপিত শাখা কাম সেলস সেন্টার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের অধিকতর কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে (রংপুর বিভাগ) মৈত্রী শিল্পের স্থাপিত শাখা কাম সেলস সেন্টার।

## প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক/শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদে রুপান্তরপূর্বক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প ৩৩০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বৃত্তিমূলক/ শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ মানব সম্পদে রুপান্তর করে এবং ২৭০ জন প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মৈত্রী শিল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্সংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

মৈত্রী শিল্পের ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণরত প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

## কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন ও আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজনঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন ও আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।যাতে করে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা মৈত্রী শিল্পের উন্নয়নে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন।

দক্ষ

প্রশিক্ষক দ্বারা মৈত্রী শিল্পের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র।

মৈত্রী শিল্পের সভা কক্ষে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন ও আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

## সামাজিক সুরক্ষার অংশ হিসেবে মেধাবী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি প্রদানঃ

মেধাবী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সামাজিক সুরক্ষার অংশ হিসেবে মৈত্রী শিল্পের পক্ষ হতে প্রতিবছর ৬৪ টি জেলার প্রতিটি জেলা হতে এইচ এস সি ও স্নাতক পর্যায়ে ০৪ জন (০২জন ছাত্র ও ০২জন ছাত্রী)কে মেধা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি কর্তৃক মেধাবী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি প্রদান।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট,মৈত্রী শিল্পে স্থাপিত দৃষ্টিনন্দন মুজিব কর্ণার পরিদর্শন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বিপণন কেন্দ্র পরিদর্শন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট,মৈত্রী শিল্পের ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপন।

## মৈত্রী শিল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডরমেটরি ও আবাসিক ভবন নির্মাণঃ

প্রতিবন্ধীদের জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের মর্মানুযায়ী মৈত্রী শিল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডরমেটরি ও আবাসিক ভবন নির্মাণের বিষয়ে একটি ডিপিপি প্রণয়ণ করা হয়েছে। নকশা অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গণপূর্ত অধিদফতরে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লিখিত নকশা অনুমোদিত হলে প্রতিবন্ধীদের আবাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হবে।

## ডিলার /পরিবেশক নিয়োগঃ

মৈত্রী শিল্পের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ৩৭জন ডিলার/পরিবেশক নিয়োগ করা হয়েছে। সুপার সপ মিনা বাজারের দেশব্যাপী ১৬টি আউটলেটে নিয়মিত মুক্তা পানি সরবরাহ ও বিপণন করা হচ্ছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট,মৈত্রী শিল্প ও সুপার চেইন সপ মিনা বাজারের সাথে মুক্তা পানি বিপণনের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

বর্তমান সরকারের বিগত ১৩(তেরো) বছরের (২০০৯-২০২২) মেয়াদকালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক প্রতিশ্রুতি ও তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিষ্ঠানটির আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প আজ প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। যা রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন ও প্রতিবন্ধীদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে উন্নয়ন অভিযাত্রায় একটি অনন্য পদক্ষেপ।

# নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

www.nddpt.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সম অধিকার, মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের সনদ (UNCRPD) অনুসমর্থন ও অনুস্বাক্ষর করেছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, আন্তর্জাতিক সনদের বাস্তবায়ন ও প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকারের সদিচ্ছায় অটিজমসহ স্নায়ুবিকাশজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়নে ২০১৩ সনে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের বিধান অনুসারে ২০১৪ সনে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়। ট্রাস্টের রুপকল্প ও অভিলক্ষ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

**রূপকল্প**

বাংলাদেশের নিউরো-ডেভেলমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদের জীবনমান উন্নয়ন;

**অভিলক্ষ্য**

- জাতিসংঘ ঘোষিত UNCRPD এর আলোকে বাংলাদেশের নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সমমর্যাদা, অধিকার, পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সমাজের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধন;
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন;
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনব্যাপী যত্নপরিচর্যা, আবাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, পুনর্বাসন ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ;
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন, বুলেটিন, জার্নাল, সাময়িকী ও পুস্তিকা প্রকাশ এবং প্রচার-প্রচারণা; ও
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্রীড়া, শরীরচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

## ১. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম

### ১.১ চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদানঃ

এনডিডি ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। জনপ্রতি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা হারে গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১২২০ জন এনডিডি ব্যক্তিকে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২৫০০ জন এনডিডি ব্যক্তিকে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশব্যাপী ১৬৫০ জন এনডিডি ব্যক্তিকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২০০০ জন এনডিডি ব্যক্তিদের এ অনুদানের আওতায় আনা হবে।

**১.২ 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' প্রবর্তন:** এনডিডি ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ এর সাথে সমন্বয়পূর্বক একটি স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

০১ মার্চ ২০২২ খ্রিঃ তারিখ জাতীয় বীমা দিবসে **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা'** আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী উদ্বোধন করেন। এ বীমার আওতায় বাৎসরিক ৬০০ টাকা দিয়ে **১** লক্ষ টাকার বীমা কভারেজ পাওয়া যাবে-

*চিত্র: গত ০১/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা'** আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন*

### ১.৩ ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানঃ

দেশের সকল হাসপাতালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ককে প্রধান করে **১১** সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে। মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ ও জবাবদিহিতা বাড়াতে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পেশাভিত্তিক ও অবহিতকরণ কোর্স চালু রাখা হয়েছে।

## ২. শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম

**২.১ 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন:** নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে এনডিডি শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি নমনীয়ভাবে মূলধারার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও সমন্বিতভাবে উপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার আলোকে এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় ও এনডিডি ব্যতিত অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় পরিচালিত হবে। নীতিমালার সকল বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক পর্যায়ক্রমে সরকার কর্তৃক প্রয়োজন অনুযায়ী স্কুল স্থাপন, স্বীকৃতি বা বেতন ভাতা প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হবে।

**২.২ এনডিডি শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন:** এনডিডি শিক্ষার্থীদের উপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের তত্বাবধানে বিশেষ কারিকুলাম প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এর গাইড লাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রণীত গাইডলাইনের আলোকে পাঠ্যক্রম প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ১৩-০৪-২০২২ তারিখে এসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান

# ৩. শিক্ষা কার্যক্রম

## ৩.১ মাতা-পিতা/অভিভাবকগণের প্রশিক্ষণ:

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু/ব্যক্তিদের পিতা-মাতা/অভিভাবকদের অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬ টি ব্যাচে ১৮০ জন ও ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৩০০ জন মাতা-পিতা/অভিভাবকদের এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ৩৬০ জনকে এ প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে ইতোমধ্যে ১টি ব্যাচে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

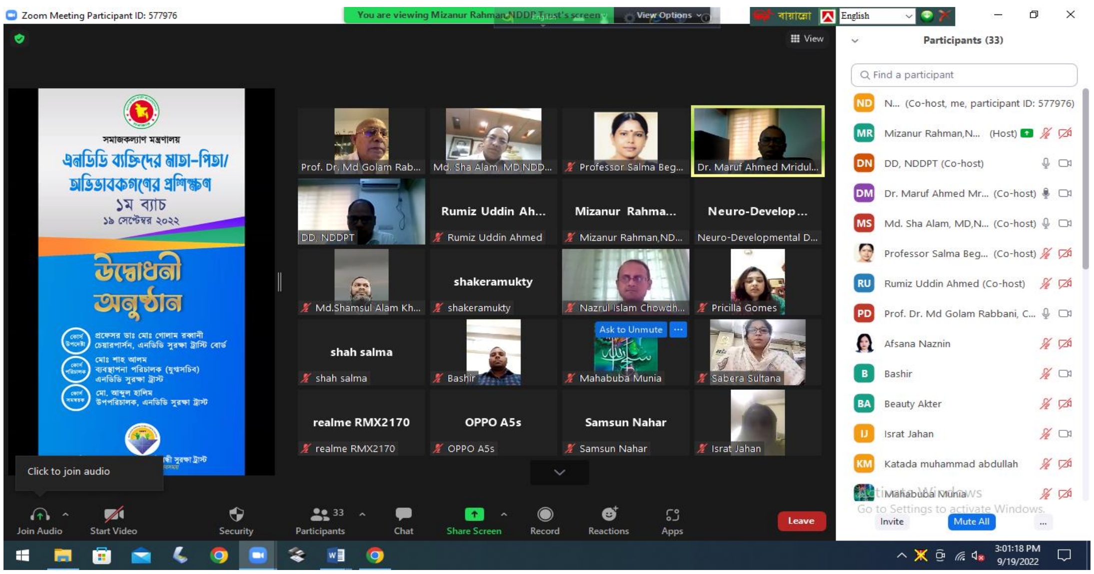


*চিত্র: এনডিডি ব্যক্তি ও শিশুদের মাতা-পিতা/অভিভাবকগণের ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনলাইন প্রশিক্ষণ*

**৩.২ বিশেষ স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ:** এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক এনডিডি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৮ টি ব্যাচে ২৪০ জনকে এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৩০০ জন শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরেও ৩৪০ জনকে এ প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। সে লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে ইতোমধ্যে ১টি ব্যাচে ৪০ জন শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

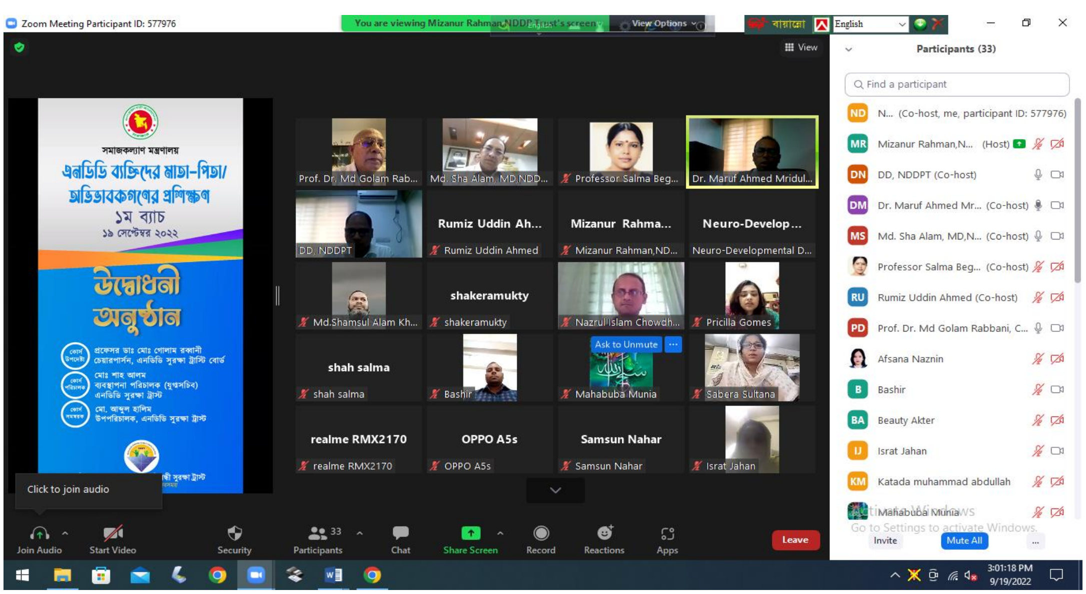


*চিত্র: এনডিডি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনলাইন প্রশিক্ষণ*

## ৩.২ কেয়ারগিভার স্কিল ট্রেনিং (CST) কার্যক্রমঃ

অটিজম ও এনডিডি শিশুর পিতা-মাতা/ অভিভাবকগণকে শিশুদের যত্ন ও পরিচর্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) কারিগরি সহযোগিতায় এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কেয়ার গিভার স্কিল ট্রেনিং (CST) চালুর লক্ষ্যে একটি মডিউল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। WHO এর নির্দেশনা অনুযায়ী মডিউলটি প্রথমে ইংরেজিতে Adaptation করা হয়। বাংলাভাষায় ভাষান্তরিত ৪৯৩ পৃষ্ঠার মডিউলটি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিস্থাপন করে WHO এর অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মশালার মাধ্যমে মডিউলটি চূড়ান্ত করা হবে। আশা করা যায় এটি চুড়ান্তকরে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনব্যাপী যত্ন-পরিচর্যা ও তাদের সার্বিক বিকাশ লাভের জন্য দক্ষ কেয়ারগিভার তৈরী করা সম্ভব হবে।

# ৪. উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও ই-সেবাসমূহঃ

## ৪.১ "স্মার্ট অটিজম বার্তা" নামক এ্যাপ প্রণয়নঃ

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় "স্মার্ট অটিজম বার্তা", নামক একটি মোবাইল এ্যাপ প্রণয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, যা একটি কমিউনিটি ভিত্তিক ইন্টারেক্টিভ স্ক্রিনিং টুল (মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন) যার মাধ্যমে অটিজম স্ক্রিনিং ও পরবর্তী করনীয় বিষয়গুলো সহজে জানা যাবে। ০২ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অ্যাপ্সটি উদ্বোধন করা হয়।

*চিত্রঃ "স্মার্ট অটিজম বার্তা" সিস্টেমটির কার্যপ্রণালী ও ফিচারসমূহের নমুনা দৃশ্য*

৪.২ **'বলতে চাই' নামক এ্যাপ প্রণয়নঃ** এনডডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় 'বলতে চাই' নামক একটি এ্যাপ মোবাইল/ট্যাব এর মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করে অমৌখিক যোগাযোগ প্রযুক্তি (For non-verbal persons with disabilities) ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

৪.৩ Development and Implementation of e-Services for Treatment, Education & Management System of Autism Spectrum Disorder (ASD) People শীর্ষক প্রকল্প:

অটিজমসহ এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য অ্যাপ্লিকেশন বেইজড ই-সার্ভিস কানেক্টিভিটির আওতায় চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নানাবিধ সেবা দেয়ার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। ১০/০২/২০২২ খ্রি: তারিখ আইসিটি বিভাগ, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং ই-জেনারেশন+ CMED এর মধ্যে Development and Implementation of e-Services for Treatment, Education & Management System of Autism Spectrum Disorder (ASD) People শীর্ষক প্রকল্পটি বস্তবায়ন বিষয়ক একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

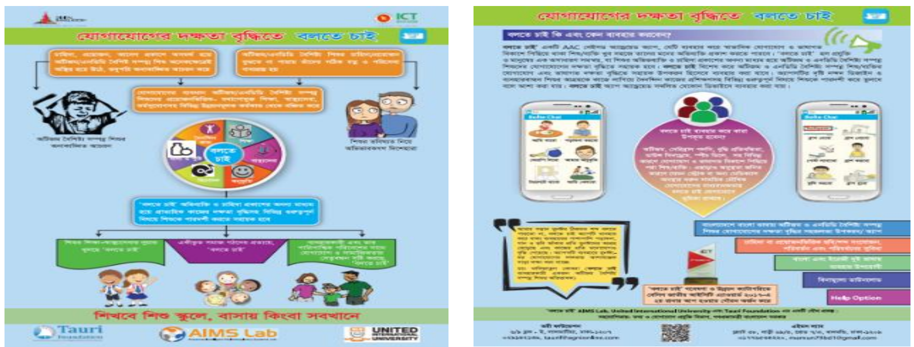

*চিত্রঃ "বলতে চাই" সিস্টেমটির কার্যপ্রণালী ও ফিচারসমূহ।*

## ৫. 'অটিজম ও এনডিডি সেবাদান কেন্দ্র' শীর্ষক প্রকল্প:

'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩' এর ১৭ ধারা মোতাবেক বর্ণিত ২৪টি কাজ এবং National Strategic Action Plan ২০১৬-২০৩০ এর আলোকে এনডিডি সম্পর্কিত অংশের কাজ বাস্তবায়নের জন্য অটিজম ও এনডিডি সেবা কেন্দ্র শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল ২০২২ হতে মার্চ ২০২৫) গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পটি ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে এবং বাস্তাবায়ন কার্যক্রম চলমান।

প্রকল্পের মাধ্যমে যেসকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/ সেবা প্রদান করা হবে তা নিম্নরূপ:

১. থেরাপী সেবা:

জীবনচক্রব্যাপী স্নায়ুবিক সমস্যাগ্রস্থ ৪ ধরণের প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিগণকে মাল্টি ডিসিপি- নারি টার্ম এর মাধ্যমে থেরাপী সেবা। সেবাগুলো হবে:

ক. অকুপেশনাল থেরাপী;
খ. স্পীচ এন্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপী;
গ. ফিজিও থেরাপী;
ঘ. সাইকোলজিস্ট কর্তৃক সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলিং;
ঙ. শারীরিক ও মানসিক কাউন্সেলিং;
চ. খাদ্য-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা ও পরামর্শ প্রদান;
ছ. সহায়ক উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তিভিত্তিক থেরাপী সেবা প্রদান।

২. পিতা/ মাতার মৃত্যুতে অভিভাবক নিয়োগ কার্যক্রম;
৩. স্বাস্থ্য বীমাকরণ;
৪. চিকিৎসা অনুদান প্রদান;
৫. শিক্ষা বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান;
৬. একীভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান;
৭. এনডিডি বিদ্যালয় পরিচালনা, মনিটরিং ইত্যাদি
৮. পিতা/ মাতা/ কেয়ারগিভার প্রশিক্ষণ;
৯. এনডিডি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ;
১০. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান;
১১. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ;
১২. উদ্ভাবিত অ্যাপি- কেশন ব্যবহারে প্রশিক্ষণ;
১৩. ডিজিটাল পদ্ধতি/ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ই-সার্ভিস কানেক্টিভিটি স্থাপন;
১৪. নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা/ দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন;
১৫. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা;
১৬. ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও শিল্পীসত্তার বিকাশ;
১৭. সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে কাজ করা।

**উন্নয়ন প্রকল্প ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:**

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদের জীবনমান উন্নয়ন, জীবনব্যাপী যত্নপরিচর্যা, আবাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক ০৮ টি বিভাগে আবাসন ও পূণর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প, কর্মসংস্থানের জন্য 'সক্ষম' প্রকল্প ও অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তির খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা শীর্ষক প্রকল্প' সহ বিভিন্ন প্রকল্প ৩/৪ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গত ৩০-০৬-২০২২ তারিখে ০৮ টি বিভাগে আবাসন ও পূণর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের লক্ষ্যে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কার্যালয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

দেশের ০৮টি বিভাগে এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য আবাসন ও পূণর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কর্মশালার চিত্র

## ৭. সচেতনতা মূলক কার্যক্রম

### ৭.১ Behavior Change Communication (BCC) Materials প্রণয়নঃ

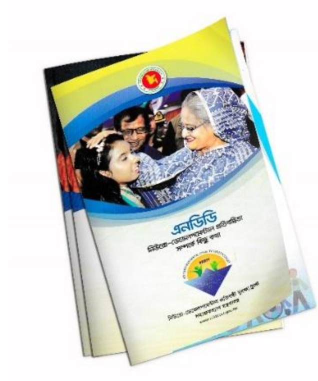

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের যেমন- মাননীয় সংসদ সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ধর্মীয় নেতাদের জন্য Behavior Change Communication (BCC) Materials তৈরী করা হয়। উক্ত BCC Materials প্রণয়নের ফলে অটিজম ও এনডিডি সম্পর্কে কুসংস্কার ও নেতিবাচক ধারণা পরিহার করে এ বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরী ও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করার জন্য তা শহরে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হচ্ছে।

### ৭.২ আইন ও বিধিসমূহের সংকলন প্রকাশ ও বিতরণঃ

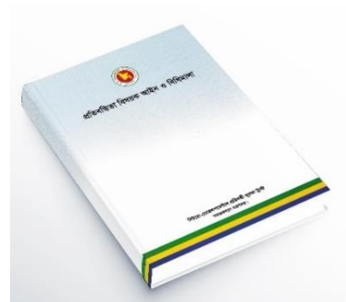

প্রতিবন্ধিতা নিয়ে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মস্পৃহা ও কর্ম উদ্দিপনা বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত বিধি বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান আইন, বিধি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সরকারি আদেশ-নির্দেশনা সমূহের একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এ সংকলনটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিবসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/দপ্তর ও সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে এর সফটকপি আপলোড করা হয়েছে।

### ৭.৩ প্রামাণ্য চিত্র তৈরীঃ

প্রতিবছর বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে এনডিডি বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র তৈরী করা হয়। এবারও বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক প্রামাণ্য চিত্র তৈরী করা হয়েছে। ০২ এপ্রিল ২০২২ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে প্রণীত ডকুমেন্টারী সমূহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে প্রচার/ উন্মুক্ত করা হয়েছে। ট্রাস্টের ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও অটিজমসহ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা নিয়ে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও ভুল ধারণা দুরীকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে ট্রাস্টের আওতায় টিভিসি, ডকুমেন্টারী প্রণয়ন করার কাজ চলমান।

## ৮. অন্যান্য কার্যক্রম

### ৮.১ এনডিডি শিশু/ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনঃ

অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরাধীন বগুড়া জেলায় অবস্থিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৫০ জন পুরুষ এনডিডি শিশু/ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত

সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৫০ জন মহিলা এনডিডি শিশু/ব্যক্তিকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে প্রতিকেন্দ্রে ৮ জন করে মোট ১৬ জন হোস্টেল এটেন্ডেন্ট (কেয়ারগিভার) নিয়োগ করা হয়েছে। কেন্দ্র দুটি চালুকরণের লক্ষ্যে নিবাসী ভর্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শীঘ্রই কেন্দ্র দুটি চালু করা হবে।

## ৮.২ অভিভাবক নিবন্ধন নির্দেশিকা প্রণয়ন:

ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী এনডিডি শিশু/ব্যক্তিদের অভিভাবক নিবন্ধনের সুযোগ থাকায় অভিভাবক নিবন্ধন প্রক্রিয়াটিকে সহজীকরণের লক্ষ্যে অভিভাবক নিবন্ধন নির্দেশিকা প্রণয়ন করে জেলা কমিটির নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে।

## ৮.৩ সংগঠন নিবন্ধন নির্দেশিক প্রণয়ন:

ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী সংগঠন নিবন্ধনের সুযোগ থাকায় এ প্রক্রিয়াটিকে সহজীকরণের লক্ষ্যে সংগঠন নিবন্ধন নির্দেশিকা প্রণয়ন করে জেলা কমিটির নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে।

## ৮.৪ সাংস্কৃতিক চর্চা, মেধা বিকাশ ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন:

এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের প্রতিভা ও মেধা বিকাশের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে এবং ১৫ আগস্ট তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় সকল অংশ গ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা পুরস্কার এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও আর্থিক প্রনোদনা প্রদান করা হয়। ফলে এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের সাংস্কৃতিক চর্চা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হে

ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার স্থির চিত্র

### ৮.৩ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ও অন্যান্য দিবস উদযাপন:

প্রতিবছর ২ এপ্রিল তারিখে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস সারাদেশব্যাপী যথযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়ে থাকে। অটিজম বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে সংশি-ষ্টদের উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদানের জন্য অটিজম পদক প্রদান করা হয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে লিফলেট, পোস্টার,ব্রুশিউর ও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস ও সেরিব্রাল পালসি দিবসসহ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।

০২ এপ্রিল ২০২২ তারিখ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন

গত ০২/০৪/২০২২ তারিখে ১৫ তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে অনলাইন প্লাটফর্মে সংযুক্ত ছিলেন

।

# বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল

## ১. পটভূমি

দেশি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১০% মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধী মানুষের রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে মানসম্মত রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবী ও সেবা প্রতিষ্ঠানের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট ইত্যাদি পেশাজীবীদের স্বীকৃতি প্রদান ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ থাকলেও রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীগণের মান নিয়ন্ত্রণসহ স্বীকৃতি প্রদানের জন্য কোন কর্তৃপক্ষ নেই। সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনায় যথোপযুক্ত রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও সেবার মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান এবং মানসম্পন্ন রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীদের স্বীকৃতি ও মান নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত একটি কাউন্সিল গঠনের লক্ষ্যে গত ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ ১০ম জাতীয় সংসদের ২৩তম অধিবেশনে "বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮" পাস হয় এবং বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

## ২. বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮ এর উদ্দেশ্যসমূহ:

- রিহ্যাবিলিটেশন পেশাজীবীর নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রদান;
- বাংলাদেশের বাইরের প্রতিষ্ঠান হতে সনদ প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীর নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রদান;
- রিহ্যাবিলিটেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা কার্যক্রমের স্বীকৃতি প্রদান;
- রিহ্যাবিলিটেশন সেবা প্রতিষ্ঠান/ইউনিট এর অনুমোদন ইত্যাদি।

## ৩. বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ এর আওতায় পেশাজীবী:

বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ এর আওতায় কয়েক ধরণের পেশাজীবী রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখ্য যোগ্য হলো- ফিজিওথেরাপিস্ট, স্পীচ ও ল্যাংগুয়েজ থেরাপিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, সাইকোলজিস্ট, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট, স্কুল সাইকোলজিস্ট, ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট (নিউট্রিশনিস্ট ও স্পেশাল এডুকেটর) ইত্যাদি।

## ৪. বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল গঠন:

গত ০৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ এর ৫(১) ধারা মোতাবেক ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল গঠনের নিমিত্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ যাবৎ বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের ২টি কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে:

## ৫. নির্বাহী কমিটি গঠন

বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ এর ১০(১) ধারা মোতাবেক ৭ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি গঠন করার নিমিত্ত গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এবং এ যাবৎ বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

## ৬. সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল পরিচালনার জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ২১টি পদ সৃজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের জনবল নিয়োগের নিমিত্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ ১৩ ক্যাটাগরির ১৩৮টি পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১২ ক্যাটাগরির ২৫টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে শর্তসাপেক্ষে সম্মতি প্রদান করে। অর্থ বিভাগ ১২ ক্যাটাগরির ২৫টি পদের মধ্যে ৪টি পদ বাদ দিয়ে মোট ১২ ক্যাটাগরির ২১টি পদের বিপরীতে বেতন গ্রেড নির্ধারণে সম্মতি প্রদান করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে ১২ ক্যাটাগরির বর্ণিত ২১টি পদ সৃজনে গত ২৮.১০.২০২১ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করে এবং গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ জিও জারি করা হয়। অর্থ বিভাগ কর্তৃক গত ০৬.০১.২০২২ তারিখ জিও টি প্রষ্ঠাঙ্কন করা হয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ এর ধারা-৩২ এবং ধারা-৩৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল বিধিমালা ২০২১ এবং বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের কর্মচারি চাকুরি প্রবিধানমালা ২০২১ মন্ত্রণালয়ের আইন শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা হতে খসড়া বিধিমালা এবং চাকুরির প্রবিধানমালার ওপর আন্ত-মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজনপূর্বক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং এরপর গেজেট আকারে প্রকাশিত হবে।